RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

সানিয়াজান এক জনপদের উপলব্ধির কথা

পৃষ্ঠা- ৫

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ১৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৯ জুলাই – ১১ আগস্ট, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 26, Issue: 15, Cooch Behar, Friday, 29 July - 11 August, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

মন্ত্রীত্ব ও দলীয় পদ থেকে অপসারিত পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা: কোটি কোটির অর্থ বিপ্লবে অবশেষে ২৮ জুলাই দিনের শেষে অস্তাচলে গেলেন একদা তৃণমূলের সূর্য তথা মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এখন থেকে তিনি আর দলের কেউ নন। মন্ত্রী সভারও নন। সব পদ থেকেই তাঁকে অপসারিত করতে বাধ্য হয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

২৮ জুলাই দুপুরে মাত্র কুড়ি মিনিটের মন্ত্রী সভার এক বৈঠকে সমস্ত পদ থেকে পার্থকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এরপর এক প্রেস বিজ্ঞপতিতে মুখ্য সচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী জানান, শিল্প ও বাণিজ্য, তথ্য ও প্রযুক্তি এবং পরিষদীয় দপ্তরের মন্ত্রিত্ব থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হল। পরে মুখ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পার্থকে সমস্ত পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যতদিন না নতুন করে মন্ত্রীসভা গঠন করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত পার্থর হাতে থাকা সমস্ত দপ্তর নিজের হাতেই রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে শুধু মন্ত্রীসভাই নয় এদিন বিকেলে তৃণমূল কার্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠকের পর তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, দলের সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি, রাজ্য কমিটির মহাসচিব, জাতীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ও দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের সামনেই ইডির নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত পার্থবাবুকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হল। আমরা চাই এই ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ হোক এবং পার্থবাবু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করে দলে ফিরে আসুন

স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় ২২ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়,

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী সহ ১৪ জনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, টালিগঞ্জের মডেল-অভিনেত্রী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২১কোটি নগদ ও ৫০ লক্ষ টাকার অলঙ্কার। ইডির দাবি শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত আবাসনের বাসিন্দা এই অর্পিতা। ২২ জুলাই রাতে প্রায় সাড়ে চোদ্দো ঘণ্টা তল্লাশি ও জিঙ্গাসাবাদের পর ২৩ জুলাই সকাল ১০টা নাগাদ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে ইডি। এরপর বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কেও গ্রেপ্তার করে ইডি। তবে তল্লাশি ও জিঙ্গাসাবাদ চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ায় সিজিও কমপ্লেক্সের বদলে শিক্ষামন্ত্রীকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ্য, ২৩ জুলাই পার্থকে দুইদিন তথা ২৪ ও ২৫ জুলাই হেফাজতে নেয় ইডি।

তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে ইডি হেফাজতে থাকলেও হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন ইডি কিভাবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে জেরা করবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ২৫ জুলাই ভোরে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে এসএসকেএম-র একজন চিকিৎসক ও একজন আইনজীবীসহ পার্থবাবুকে নিয়ে যাওয়া হয় ভুবনেশ্বরের এইমসে। কিন্তু সেখানেও শেষ রক্ষা হলনা। এদিন বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ এইমসের রিপোর্টে জানা যায় যে শিক্ষা মন্ত্রীকে ভর্তি রাখার প্রয়োজন নেই। তাই ২৬ জুলাই সকাল ৬টা ৩৪ মিনিট নাগাদ শীক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় ফেরে ইডি। দমদম বিমান বন্দর থেকে জিঙ্গাসাবাদের জন্য সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয় সিজিও কমপ্লেক্সে। এদিকে ২৩ জুলাই সকালে দুই মন্ত্রীসহ ১৪টিতে জায়গায় ইডির তল্লাশিতে কোথাও অর্পিতার নাম ছিলনা। তাই প্রশ্ন উঠছে কিসের ভিত্তিতে ইডি প্রেস বিবৃতিতে পার্থর সঙ্গে অর্পিতার ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করল। এদিকে ইডির বক্তব্য, অর্পিতার বয়ান অনুযায়ী ওই টাকা ধাপে ধাপে ওপর অবধি যেত।

৭ নং পাতায়

ইতিহাস গড়ে ভারতের কনিষ্ঠতম রাষ্ট্রপতি হলেন দ্রৌপদী মুর্মু

নতুন দিল্লি: স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কোন আদিবাসি মহিলা রাষ্ট্রপতি হলেন। বিরোধীদের প্রার্থী যশোবন্ত সিনহাকে বিপুল ভোটে হারিয়ে দেশের সাংবিধানিক প্রধানের পদে বসলেন এনডিএ প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু। মোট বৈধ ভোটের ৬৪ শতাংশ ভোট পান দ্রৌপদী। যশোবন্ত পেয়েছেন ৩৬শতাংশ ভোট। ভোটের হিসেবে দুই পক্ষের ব্যবধান ২৮২৪-১৮৭৭। ভারতের কনিষ্ঠতম রাষ্ট্রপতি ভোট মূল্য হিসেবে পেলেন ৬ লক্ষ্য ৭৬ হাজার ৮০৩ ভোট। আর যশোবন্ত সিনহা পেয়েছেন ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ১৭৭ ভোট। যা পরিস্থিতি তাতে ক্রস ভোটিং-এর ইঙ্গিত স্পষ্ট। দল সমর্থন না করলেও ১৭জন বিরোধী সাংসদ দ্রৌপদীকে ভোট দিয়েছন। আবার বেশ কয়েকটি ভোট বাতিলও হয়েছে।

বলাবাহুল্য বাংলাতেও হয়েছে ক্রস ভোটিং। হিসাবমত বাংলার ভোট ছিল ২৯১টি। গণনার সময় দেখা যায় এরাজ্য থেকে দ্রৌপদীর সমর্থনে ৭১টি এবং যশোবন্ত সিনহার সমর্থনে ২১৬টি ভোট পড়েছে। ৪টি ভোট বাতিল হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী বিজেপি-র সাংসদ ও বিধায়ক মিলিয়ে ৭০ জন হওয়ার কথা। ফলে একটি ভোট অনিবার্য ভাবেই ক্রস হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় যে চারটি ভোট বাতিল হয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এই বিতর্কিত ৫টি ভোটই তৃণমূল বিধায়ক ও সাংসদের বলে মনে করা হচ্ছে।

সঞ্জীব রেড্ডির রেকর্ড ভেঙ্গে কনিষ্ঠতম রাষ্ট্রপতি হওয়া দ্রৌপদী হলেন দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি যার জন্ম স্বাধীনতার পরে। ২১ জুলাই সকাল ১১টা নাগাদ গণনা শুরু হয়। প্রথম রাউন্ডের গণনা শেষ হতেই স্পষ্ট হয়ে যায় ছবিটা। ভোটের ফল ঘোষণার দিল্লি বিজেপি-র তরফে দলের সদর দপ্তর থেকে রাজপথ পর্যন্ত একটি রোড শো করা হয়। ২৫ জুলাই দেশের কনিষ্ঠতম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেবেন দ্রৌপদী মুর্মু।

শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

সেদিনের ছোট্ট ডানপিটে মেয়ে থেকে আজকের কোচবিহারের দাপুটে রাজনৈতিক নেত্রী শুচিস্মিতা

পার্থ নিয়োগী

কয়েকদিন আগে কোচবিহারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের এক সংবর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা যখন সেই মেধাবী ছেলে মেয়েদের আগামীর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা হবার জন্য উৎসাহিত করছিল। তখন নিজের ভাষনের সময় এক নেত্রী সেই মেধাবী ছেলে মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলে উঠল "আমি চাই আগামীতে তোমাদের মধ্যে থেকে যেন ভাল রাজনীতিবিদ উঠে আসে।" নেত্রীর কথায় সবাই চমকে উঠল। আসলে সেদিনে অনুষ্ঠানে আরও অনেক রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত থেকেও যখন কাউকে একবারের জন্য রাজনীতিতে আসার কথা বললনা। তখন তিনি গর্বের সাথে বললেন "হ্যা, আমি রাজনীতি করি তাই আমি চাই আগামীদিনে এই মেধাবী ছেলে মেয়েদের মধ্যে থেকে যেন সফল রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রী উঠে আসুক।" হ্যা, অন্য রাজনৈতিক নেতা নেত্রীর থেকে তিনি বরাবর একটু ব্যতিক্রম। তাইতো শুচিস্মিতা দেব শর্মা মানে খালি মাইক হাতে বিরোধী পক্ষকে আক্রমন করা কোন নেত্রী নয়। রাজনীতির মঞ্চেও তার

কথায় থাকে সাহিত্য সংস্কৃতির ছোঁয়া।

রবীন্দ্রনাথ থেকে মার্কটয়েন সবখানেই তার অবাধ বিচরন। সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য সংস্কৃতি কে নিজের বলে উপলব্ধি করেন তিনি। আর সে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন শৈশবে মা বাবার কাছ থেকে। মায়ের পাশে বিছানায় শুয়ে মায়ের কাছ থেকে শুনে শুনে সেদিনের একরত্তি মেয়ে শুচিস্মিতা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন মেঘনাদ বধ কাব্য। তবে মায়ের কাছে চুপ করে গল্প শোনার মধ্যেই কাটেনি তার শৈশব। ডানপিটে বলতে যা বোঝায় তার সবকটি গুন ছিল তার শৈশবে। বাড়ির থেকে শুরু করে স্কুল ,পাড়ায় সবখানে তার দস্যিপনায় তটস্থ থাকতে হত সকলকে।

কোচবিহার শহরের নিউটাউন গার্লস হাই স্কুলের এক মেধাবী ছাত্রী ছিলেন তিনি। পড়াশোনায় সিরিয়াস হলেও চলতেন নিজের খেয়ালে। স্কুলের মধ্যে হুজ্জতি তো করতেনই। কোন কোন সময় হুজুকে করে ফেলতেন অদ্ভুত সব কান্ড একেকদিন স্কুল ছুটির পরে বাসে করে কোচবিহার থেকে ধলুয়াবাড়ি না গিয়ে এতটা পথ তোর্ষার বাঁধ দিয়েই প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে বাড়ি যেতেন। আবৃত্তি থেকে কবিতা লেখা কিংবা ছবি আঁকা সবই চলত দস্যিপনার ফাঁকে। তাই আজ শুচিস্মিতা দেব শর্মা কেবল কোচবিহার তৃনমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি কিংবা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধক্ষ নয় । এরপাশাপাশি তিনি একজন কবি, চিত্রশিল্পী, বাচিক শিল্পীও হিসেবে পরিচিত।

২ নং পাতায়

মাঙ্কিপক্স নিয়ে একাধিক পরামর্শ

নতুন দিল্লি: করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে বিশ্বের মানুষকে। এরই মধ্যে আবার মাঙ্কিপক্স নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে গোটা পৃথিবীতে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভারত একটু স্বস্তি পাচ্ছিল বটে কিন্তু এখন দেশেও এই রোগ ধরা পড়েছে।

সম্প্রতি কেরলে একজনকে পাওয়া গিয়েছে যে এই রোগে আক্রান্ত। তাই সঙ্গে সঙ্গেই এই রোগ নিয়ে তৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিভিন্নভাবে প্রচার করা হচ্ছে এই রোগ নিয়ে। কী ভাবে এই রোগ থেকে দূরে থাকতে হবে তা নিয়ে পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে।কেন্দ্রের তরফে জানান হয়েছে, কারোর শরীরে কোনও ক্ষত থাকলে তার থেকে অন্য মানুষকে দূরে থাকতে হবে। এছাড়াও যৌনাঙ্গে ক্ষত থাকলেও বিশেষভাবে সাবধান হতে হবে। পাশাপাশি মৃত বা জীবন্ত যে কোনও বন্য প্রাণী থেকেও দূরে থাকতে বলা হয়েছে। যেমন কাঠবিড়ালি, ইঁদুর।

তবে এদের মধ্যেও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, যারা ইতিমধ্যেই মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা। তাদের পরা জামাকাপড়, তোয়ালে, গামছা যাতে কেউ ব্যবহার না করে তার দিকে খেয়াল রাখতেও বলা হয়েছে। এক কথায়, মাঙ্কিপক্স সংক্রমণ ঘটলে কার্যত সেই ব্যক্তিকে কোয়ারেন্টিনে চলে যেতে হবে।

আসলে এই রোগ অন্য প্রাণীদের থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়। চিকিৎসকদের মতে, সংক্রমিত প্রাণীর ক্ষত, কামড়, লালা থেকে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। যদিও এর ভয়াবহতা স্মলপক্সের তুলনায় কম। জ্বর, মাথাব্যথা, পেশির ব্যথা, কাঁপুনি এই ধরণের উপসর্গ দেখা যায় মাঙ্কিপক্স সংক্রমণ ঘটলে। যেহেতু এই রোগ কার্যত ছোঁয়াচে তাই সংক্রামিত রোগীর সঙ্গে যৌন মিলন বা তার কাছ থেকে ঘুরে এসে গা-হাত-পা ভালো করে না ধুয়ে অন্য কারোর সঙ্গে যৌন মিলন, বা হস্তমৈথুন করতেও নিষেধ করা হচ্ছে।

কোভিডের জেরে আর্থিক সংকটে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা

ভুটান আটকে আছে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের পুঁজি

থিম্পু: অর্থনৈতিক সমস্যায় জেরবার ভারতের প্রতিবেশি দেশগুলি। শ্রীলঙ্কায় আর্থিক সংকটের জেরে দেশ জুড়ে চলছে গণবিক্ষোভ। নেপালের আর্থিক সংকটের সুযোগ নিয়ে চীন সেখানে ধীরে ধীরে ঘাঁটি গাড়ছে। আর এরই মধ্যে ভারতের আরএক প্রতিবেশী দেশ ভুটানে তৈরি হয়েছে অস্থিরতা। টাকার অভাবে কার্যত বন্ধের মুখে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গুলি। ফলে সমস্যায় পড়েছেন কয়েক হাজার ব্যবসায়ী।

ঋণ অপরিশোধের তালিকা দীর্ঘ হওয়ায় ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়িদের ঋণ দেওয়া কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় সরকারি ব্যাঙ্ক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুলি। পরিস্থিতি সামাল দিতে বৈঠক শুরু করেছে ভুটানের রয়্যাল মনিটরা অথরিটি। ২০ জুলাই দিনভর থিম্পুতে ব্যাংক, ব্যবসায়ী সংগঠন ও ঋণদানকারী বেসরকারি সংস্থার কর্তাদের নিয়ে বৈঠক হয়। ছোট ও মাঝারি ব্যবসার সংকট ধীরে ধীরে বড় ব্যবসার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে বলে স্বীকার করেছেন ভুটান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি টানডে ওয়াংচুক।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ভুটানের ডাগনা ডজংখাং ব্যবসায়ী উন্নয়ন কমিটির সদস্য চ্যাংগা দাওয়া বলেন, কোভিডের ফলে ব্যবসায় প্রভূত ক্ষতি হওয়ায় ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছেনা। ব্যাংকও ছোট ও মাঝারি ব্যবসার আর নতুন করে ঋণ দেবেনা বলে জানিয়ে দিয়েছে। ভুটানের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো বিভিন্ন মিটিংয়ে যে তথ্য প্রদান করেছে তা উদ্বেগজনক।

ছোট ও মাঝারি ব্যবসায় সংকটের কারণ হিসেবে ভুটানের একাধিক ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্তারা জানান, ভুটানের ছোট ও মাঝারি ব্যবসা মূলত ভারতের উপর নির্ভরশীল। অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী স্থানীয় ভুটানীদের সঙ্গে মিলে ভুটানে ব্যবসা করতেন। কাগজেকলমে ব্যবসা ও জায়গা ছিল ভুটানীদের। বিনিয়োগ করতেন ভারতীয় ব্যবসায়ীরা। অর্থাৎ লাইসেন্স ভুটানের ব্যবসা ভারতের। এই মাসিক চুক্তির বিনিময়ে ভুটানের ব্যবসায়ীরা মোটা টাকা পেতেন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। বছরের পর বছর এই ভাবেই ব্যবসা চলছিল। কিন্তু কোভিডের সময় জয়গাঁয় ভুটান গেট বন্ধ হওয়ার পর থেকে এই ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ করা কোটি কোটি টাকা আটকে রয়েছে ভুটানে। এদিকে সুযোগ বুঝে ভুটানের ব্যবসায়ীরা সেই টাকা পরিশোধ করছেননা।

জয়গাঁ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রামশংকর গুপ্তা বলেন, সবরকমভাবেই আমরা ভুটানকে সাহায্য করেছি। কিন্তু ভুটানিরা ব্যবসার নিয়ম মেনে চলেনি। জয়গাঁর গেট খুললে আগের মত ব্যবসা হোক এটাই চাই। ভারতীয়রা যাতে তাঁদের বিনিয়োগ করা পুঁজি ফেরত পান সেই ব্যাপারেও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয়রা যাতে আগের মত ভুটানে গিয়ে ব্যবসা করতে পারেন সে ব্যাপারে দুই দেশেরই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

বঙ্গবিভূষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন অমর্ত্য সেন

কলকাতা: রাজ্য সরকারের তরফে বঙ্গবিভূষণে সম্মানিত করার কথা ঘোষণা করা হলেও তা প্রত্যাখান করলেন নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। উল্লেখ্য, ২৫ জুলাই কলকাতার নজরুল মঞ্চে বঙ্গভূষণ ও বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার দিলেন রাজ্য সরকার।

এব্যাপারে অমর্ত্যবাবুর পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে তিনি বিদেশে থাকায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে থাকতে পারেননি। কিন্তু ঠিক কি কারণে তার এই পুরস্কার প্রত্যাখান সে বিষয়ে পরিবারের তরফ থেকে কিছু জানানো হয়নি। রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পরই ২৩ জুলাই সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে আবেদন করেছিলেন রাজ্য সরকারের তরফে দেওয়া সম্মান যেন তাঁরা ফিরিয়ে দেন। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার কলুষিত তাই তাঁদের দেওয়া সম্মান বয়কট করুন। সেই আবেদনে অমর্ত্য সেন সাড়া দিলেন কিনা তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

বদলির বৈষম্য নিয়ে সরব পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি

শিলিগুড়ি: ২৩ জুলাই ইমেল মারফৎ শিক্ষা পরিদর্শকের বদলি ও পদোন্নোতির তালিকা পৌঁছায় জেলায় জেলায়। সবমিলিয়ে মোট ২৭৯ জন শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মীদের বদলির নির্দেশ দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এরমধ্যে অ্যাসিস্টেন্ট ইনস্পেকটর অফ স্কুলস(এআই) পদমর্যাদার ১৯৬ জন এবং সাব ইনস্পেকটর অফ স্কুলস(এসআই) পদমর্যাদার ৮৩ জন আছেন। পদোন্নতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ১০০জনের। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কমিশনার শুভ্রা চক্রবর্তী বদলি ও পদন্নোতির নির্দেশে স্বাক্ষর করেছেন।

বদলির বৈষম্য নিয়ে সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি। সংগঠনের পদাধিকারীদের অভিযোগ দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিকের বেআইনি কাজকর্মের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন তাঁরা। কয়েকদিন আগে সে ব্যাপারে ডেপুটেশনও দিয়েছিলেন তাঁরা। তারপরই বেছে বেছে সংগঠনের বিভিন্ন জেলার পদাধিকারীদের পাঁচশো সাতশো কিলোমিটার দূরে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। নদীয়া থেকে মালদা, পুরুলিয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে কোচবিহারে একাধিক বদলি হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা থেকে উত্তরবঙ্গে সমিতর কমপক্ষে ১৫ জন পদাধিকারীর বদলির নির্দেশ হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি অনিন্দ্যকুমার চট্টোপাধ্যায়। অনিন্দবাবুর বক্তব্য বিকাশ ভবনের এক কর্তার অনৈতিক চাপের কাছে যারা মাথানত করেননি তাঁদের চিহ্নিত করে দূরদুরান্তে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। আর যারা ঐ কর্তার ঘনিষ্ঠ তাঁদের বদলি হয়েছে তাঁদের সুবিধা অনুসারে।

এদিকে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় একাধিক টেবিল ট্রান্সফার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিলিগুড়ি ডিআই দপ্তরে কর্মরত এক এআড়-এর বদলি হয়েছে একই বিল্ডিংয়ের একতলা থেকে অন্যতলায়। ডিআই দপ্তর থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে বদলি হয়েছেন আরেক পরিদর্শক। আবার টানা ২২ বছর ধরে ২০০০সাল থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্মরত এক আধিকারিকের কেন জেলার বাইরে বদলি হচ্ছেনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বাম জামানায় সিপিএম ঘনিষ্ঠ ওই আধিকারিক তৃণমূল আমলে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের খুব কাছের লোক হয়ে উঠেছিলেন। চাকরির ছয়মাস বা একবছর বাকি আছে এমন কয়েকজন পরিদর্শককেও অন্য জেলায় বদলি করে দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে শিক্ষা আধিকারিকদের বদলি নিয়ে জল শেষপর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়ানোর সম্ভাবনা বাড়ছে।

নতুন নিয়মে ১৭ বছর বয়সেই করা যাবে নতুন ভোটার কার্ডের আবেদন

নতুন দিল্লি: ভারতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) জানিয়েছে এবার থেকে ১৮ নয়, ১৭ বছর বয়স হলেই করা যাবে ভোটার কার্ডের জন্য আবেদন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে ঘোষণা করা হয়, এবার থেকে ১৭ বছর বয়স হলেই ভোটার আইডি কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন নাগরিকরা।

১৭+ হলেই ভোটার তালিকায় নাম নথিবদ্ধ করার জন্য অগ্রিম আবেদন করা যাবে। এর ফলে তরুণ-তরুণীদের আর ১৮ বছর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। একটি বিবৃতিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ‘‘১৭ উর্ধ্ব তরুণ-তরুণীরা ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য অগ্রিম আবেদন করতে পারেন। যোগ্যতার মাপকাঠি অনুযায়ী ১ জানুয়ারির নিরিখে আবেদনকারীর বয়স ১৮ বছর না হলেও হবে’’। ফলে এবার থেকে কমে গেলে ভোটার কার্ডের জন্য আবেদনের বয়সসীমা।

মুখ্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার অনুপ চন্দ্র পান্ডে প্রতিটি সিইও/ইআরও/এইআরও- দের প্রযুক্তিগত দিক থেকে আপডেট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দেশের যুবরা যাতে অগ্রিম ভোটার কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন সেই উদ্দেশেই এই নির্দেশ। জানানো হয়েছে, এখন থেকে প্রতি ত্রৈমাসিকে ভোটার তালিকা আপডেট-এর কাজ করা হবে। যে ত্রৈমাসিকে যোগ্য যুবদের ১৮ বছর হয়ে যাবে তাঁদের ভোটার তালিকায় নিবন্ধন করা হবে। রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর তাঁদের নামে নির্বাচনী পরিচয়পত্র দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, ভোটার কার্ডের জন্য অগ্রিম আবেদনের ক্ষেত্রে এই ত্রৈমাসিক রেজিস্ট্রেশন একটি বড় দিক। অনলাইনে এই পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন ১৭,৩৬,১৮১ জন নতুন ভোটারকে তালিকাভুক্ত করেছে।

এদের সকলেরই বয়স ১৮ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। গত বছর ভোটার তালিকায় নাম ওঠেছিল ১,৪৫,২৬,৬৭৮ জনের। এছাড়াও কমিশনের নজরে সেই সকল এলাকা রয়েছে, যেখানে খুব কম সংখ্যক মানুষ ভোটার লিস্টে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করান। সেই সমস্ত জায়গায় যাতে জন সচেতনতা গড়ে তোলা যায় সেই দিকে নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন। ২০২৩ সালের ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনার সময় আগামী বছর ১ এপ্রিল, ১ জুলাই ও ১ অক্টোবর যাঁদের বয়স ১৮ বছর হবে তাঁরা ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণের জন্য অগ্রিম আবেদন করতে পারবেন।

ফুলবাড়ির লজিস্টিক হাব নিয়ে আশাবাদী উত্তরবঙ্গের শিল্পপতিরা

শিলিগুড়ি: শহর শিলিগুড়ি নাকি অচিরেই হবে সিঙ্গাপুর। এখানকার লজিস্টিক হাব নিয়ে এমনই আশাবাদী শিল্পপতিরা। ২২ জুলাই শিলিগুড়ির একটি হোটেলে আয়োজিত লজি কানেক্টে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সম্ভাবনার নানান দিক তুলে ধরেন দেশি বিদেশি শিল্পপতিরা। তাঁদের বক্তব্য ফুলবাড়িতে ইনল্যান্ড কন্টেনার ডিপোকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের শিল্প চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে। সড়ক এবং রেল যোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও একটু নজর দিলে এবং বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের কাজ শেষ হলে শিলিগুড়ি হয়ে উঠবে সিঙ্গাপুর।

শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে উত্তরের শিল্প চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে। ফুলবাড়ির ইনল্যান্ড কন্টেনার ডিপোকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকায় একের পর এক ওয়্যারহাউস গড়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বাড়বে বলে আশাবাদী শিল্পপতিরা। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই) কমিটির পূর্বাঞ্চলীয় চেয়ারম্যান দেবাশিস দত্ত বলেন, মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন ঘটাতে চাইছেন। কোচবিহারে মেগা ইন্ডাস্ট্রিজ হাব তৈরি হচ্ছে। লজিস্টিকে নজর দিলে বাংলাদেশ, নেপালের পাশাপাশি উত্তরপূর্বাঞ্চলের নির্ভরশীল কেন্দ্র হয়ে উঠবে শিলিগুড়ি। দেবশিসবাবু বলেন, কলকাতা বন্দরের পরিবর্তে ফুলবাড়ির ইনল্যান্ড কন্টেনার ডিপোর দূরত্ব কম হওয়ায় এখানকার শিল্পপতিরা বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। নেপালের কনস্যুলেট জেনারেল এশোররাজ পোউডেল বলেন, এশিয়ান হাইওয়ে হওয়ার পর সড়কপথে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল মেচি নদীর ওপর দ্বিতীয় সেতুর কাজ এখনও শেষ হয়নি। সেতুটি চালু হলে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি ঘটবে।

প্রথম পাতার পর

কোচবিহারের দাপুটে রাজনৈতিক নেত্রী শুচিস্মিতা

অল্প বয়সেই তার বিয়ে হয়ে গেলেও কিন্তু আর দশটা মেয়ের মত তিনি থেমে থাকেননি। এক্ষেত্রে তিনি বাপের বাড়ির মত শ্বশুরবাড়ির থেকেও সমান সহযোগিতা ও উৎসাহ পান। বিয়ের পর গ্র্যাজুয়েশন করেন। সেই সাথে চালিয়ে যেতে থাকেন তার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা। এরই ফাঁকে কোল আলো করে আসেন একমাত্র কন্যা। দায়িত্ব বাড়ে তার। কন্যা-স্ত্রীর দায়িত্ব পালনের পর এবার মায়ের মমতাময়ী দায়িত্বেও সে সফল। এক্ষেত্রে নিজের মাকে দেখেও তিনি অনেক শিখেছেন। পরিবারের সব দায়িত্ব পালন করে তার মা প্রতিদিন ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেছেন। এর ফাঁকে সেদিনের ছোট্ট শুচিস্মিতাকে বিছানায় পাশে শুইয়ে গল্প পড়ে শুনিয়েছেন। আর মায়ের কাছে শেখা সেই বিষয়গুলিকে নিজের জীবনেও প্রয়োগ করে সবকাজ গুছিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি।

সংসার, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা করেও কিভাবে তার রাজনীতিতে প্রবেশ? তাও আবার একজন সফল রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রমান করলেন কিভাবে? উত্তরটা খোলশা করলেন তিনি নিজেই। আসলে তার পরিবারে একটা রাজনৈতিক পরিমন্ডল ছিল অনেক আগের থেকে। বাড়িতে নিয়মিত আসতেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা রজনী দাস। স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে পেয়েছিলেন প্রয়াত কোচবিহার জেলা কংগ্রেস সভানেত্রী সবিতা রায়কে। আর স্কুল জীবন থেকেই যে নেতৃত্ব দেওয়াটা ছিল তার স্বভাবগত। ফলে রাজনীতিতে তার প্রবেশ অপ্রত্যাশিত নয়।

জীবনে ডানপিটেপনা করলেও পড়াশোনা, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, ছবি আঁকা সবেতেই তিনি ছিলেন সিরিয়াস। আর রাজনীতিটাও তিনি প্রথম দিন থেকে সিরিয়াসভাবে নিয়েছেন বলেই হয়তো তিনি আজ বর্তমান কোচবিহার জেলা রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি বড় নাম হতে পেরেছেন। তার যে পরিমান মেধা তাতে ইচ্ছে থাকলেই হয়তো একটা সরকারি চাকরি পেয়েই যেতেন। কিন্তু সিরিয়াসভাবে রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। আর রাজনীতিতে তাকে তুলে আনার পেছনে যে মানুষটির অবদান সবচেয়ে বেশী। তার প্রিয় রবী কাকু মানে তৃনমূল কংগ্রেস দলের বর্ষীয়াণ নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মিডিয়া যতই রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সাথে তার দূরত্বের কথা বলুক না কেন। তিনি আজও উচ্চ কণ্ঠে বলেন আমার রাজনৈতিক গুরু রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। আর আগের মত একইভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে শ্রদ্ধা করেন বলে জানালেন । তাই রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে দূরত্ব তিনি মানতে একদম নারাজ।

শুচিস্মিতা দেব শর্মা কে দেখলে অবাক হতে একহাতে সংসার রাজনীতি সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা করেন কিভাবে? হাসতে হাসতে উত্তরও দিলেন নিজস্ব স্টাইলে বললেন "আসলে ডিসিপ্লিন মেনে সবকিছু ব্যালেন্স করে তিনি চলি।" এক সময় কোচবিহারের জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে তার নাম বিবেচিত হয়েছিল। এমনকি কোচবিহার দক্ষিন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃনমূল প্রার্থী তিনি হচ্ছেন বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু কোনটাই তার হয়ে ওঠা হয়নি। তাইবলে মনে কোন ক্ষোভ নেই তার। তবে কি তার রাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষা নেই? শুনে হেসে বললেন অবশ্যই রাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষা আছে। আর সেই উচ্চাকাংক্ষা টা থাকা কোন অপরাধও নয়। কিন্তু সবার আগে দল। আর দল যেটা ভাল বুঝে নির্দেশ দিবে সেটা সবার মেনে নেওয়া কর্তব্য বলে মনে করেন তিনি। ইতিমধ্যেই কোচবিহারের মহিলা তৃণমুল কংগ্রেস বেশ সাংগঠনিক ভাবে শক্তিশালী হয়েছে তার নেতৃত্বে। তাই দল আগামীতে তাকে যদি আরও বড় দায়িত্ব দেয় সেটা নিয়ে তার অভিমত জানতে চাইলে বলেন "দল যা ভাল বুঝবে সেটা করব। আর একজন সাধারন কর্মীর মত দলের নির্দেশ মেনেই চলব।"

বর্তমান রাজনীতিতে তিনি তৃনমূল মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কে দেখে অনেককিছু শেখেন বলে জানালেন। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তার সমস্ত কিছুর প্রেরণা বলে জানালেন শুচিস্মিতা। আর চলার ফাঁকে একটু সময় মিললেই তাই চোখ বুলিয়ে নেন সঞ্চয়িতার পাতায় বা ডায়রিতে লিখে ফেলেন অসাধারন সব কবিতা। তাকে দেখে তখন কে বলবে সেই ছোট্টবেলার ডানপিটে মেয়েটি হয়ে উঠেছে আজ জেলার রাজনীতির অন্যতম প্রধান মুখ। সত্যি আজকের এই রাজনৈতিক আবহে সত্যিই ব্যাতিক্রমী রাজনৈতিক নেত্রী সেদিনের ডানপিটে মেয়ে আজকের শুচিস্মিতা দেব শর্মা।

Vol: 26, Issue: 15, 29 July - 11 August, 2022

দেশের সেরা কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র : আইসিএআর

কোচবিহার: কৃষি ও কৃষক উন্নয়নমন্ত্রকের অধীন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারালরিসার্চ (আইসিএআর)-এর বিচারে সেরার শিরোপা পেল কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। ১৬ জুলাই আইসিএআর-এর ৯৪তম বর্ষপূর্তিতে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র প্রৎসাহন পুরস্কার পেয়ে দেশের ৭৩১টি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে কোচবিহার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র।

কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, দেশব্যপী ৭৩১টি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিগত পাঁচ বছরের কৃষি গবেষণা ও কৃষকদের কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে দেশে প্রথম স্থান পেয়েছে কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। উল্লেখ্য, এখানে ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশন, গবেষণাপত্র, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা এবং নতুন প্রযুক্তির প্রসার সহ ১৯টি বিষয়ের ওপর মূল্যায়ন করে ভারতীয় অনুসন্ধান পরিষদ। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার প্রদ্যুৎকুমার পাল বলেন, আমরা যেহেতু আইসিএআর-এর জন্য আবেদন করি সেজন্য এনআইআরএফ-এ আবেদন করিনা। এ ধরনের পুরস্কার সত্যিই গর্বের।

১৬ জুলাই আইসিএআর-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রতিবছরই কৃষিতে উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্যের জন্য কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। এদিন কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল সভা হয়। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ ত্রিলোচন মহাপাত্র উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ স্বরূপকুমার চক্রবর্তীর হাতে শংসাপত্র এবং দশলক্ষ্ টাকার চেক তুলে দেন।

২০০৪ সাল থেকে এই কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র কৃষকদের পরিষেবা দিয়ে আসছে। ২০১৯ সালে কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনোভেশন ইন ক্লাইমেট রিসিলিয়েন্ট এগ্রিকালচার(নিকরা)প্রকল্পে শ্রেষ্ঠ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র হিসেবে পুরস্কৃত হয়। এরপর ২০২০ সালে ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রকের তরফে কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রকে দেশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০২১ সালে শ্লোভাকিয়াতে রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক কৃষি চলচ্চিত্র অনুষ্ঠানে এই কেন্দ্রের তথ্যচিত্র ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের পুরস্কার লাভ করে।

অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে কোচবিহারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রগ্রেসিভ অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল সার্ভিসেসের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হল।

এই সংস্থার উদ্যোগে ও সংস্কার সদস্যদের উপস্থিতিতে এবং কচিকাঁচাদের উদ্যোগে সকালে কোচবিহারের চাকির মোড় থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা হয়। এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে ছাত্রছাত্রীরা জানান জানান পৃথিবীকে উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা করতে সারাবছর বৃক্ষরোপণ করা উচিত। আমরা অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচি চালিয়ে যাবো। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে গেলে বৃক্ষ রোপণ খুবই জরুরী এবং পাশাপাশি বৃক্ষ নিধনও আমাদের যতটা সম্ভব বন্ধ করতে হবে।

সংস্থার সম্পাদক দেবাশীষ ব্যানার্জি জানান প্রতিবছরই আমরা বিভিন্ন রকম সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ করে থাকি প্রত্যেক বছরের মত এ বছরও অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে আমরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়েছে এদিন আমরা বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষরোপণ করব তাছাড়াও এই গাছগুলো যেন সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে সেদিকেও আমরা লক্ষ্য রাখবো। তিনি আরো বলেন যেভাবে বিশ্বে উষ্ণায়ন বাড়ছে পৃথিবীকে এই উষ্ণায়ন থেকে বাঁচাতে গেলে আমাদের বৃক্ষরোপণ করা অত্যন্ত আবশ্যক এবং কর্তব্য আমরা চাইবো সকলেই যেন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে যোগদান করে এবং গাছ লাগিয়ে আমরা এই পৃথিবীকে উষ্ণায়ন মুক্ত এবং দূষণমুক্ত করব সকলের কাছে এই আবেদনই করছি। তাছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্মকর্তা অধ্যাপক বিভূতিভূষণ দাস, বিষ্ণুপদ পাল,সঞ্জয় ভট্টাচার্য,গনেশ দাস ও অন্যান্য সদস্য এবং সাধারণ মানুষ।

খোলার থালাবাটি আয়ের নতুন দিশা দেখাচ্ছে ডুয়ার্সে

আলিপুরদুয়ার: সুপারির অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেই ওয়াকিবহাল। সেই সুপারির খোলা দিয়ে থালা তৈরি করে আয়ের নতুন দিশা দেখাচ্ছে মঞ্জু ছেত্রী, গীতা লামা ও রীতা লামারা। তাঁদের তৈরি থালা পারি দিচ্ছে ভিন জেলা। এমনকি চেন্নাই, গুজরাট, মহারাষ্ট্র সহ ওড়িশাতেও এই সুপারি খোলের তৈরি থালার ভালো চাহিদা আছে।

আপাতত মঞ্জুদেবীর স্বনির্ভর দলের ১০ জন মহিলা ও তাঁদের পরিবার এই থালা বানিয়ে আয়ের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের দেখাদেখি ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকার সুপারি বাগানের চাষিরাও এখন সুপারি গাছের ঝরে যাওয়া খোলা বিক্রি করে বাড়তি উপার্জন করছেন। জেলা প্রশাসনের কথায়, এই সুপারি খোলের থালা আগামীদিনে ডুয়ার্সের গ্রামীণ অর্থনীতিকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডিএফডি পরভিন কাশোয়ান বলেন, বন দপ্তরের উদ্যোগে বনবস্তির বাসিন্দাদের জন্য সরকারি বরাদ্দে সুপারির খোলের থালা তৈরির একটি ইউনিট হ্যামিলটনগঞ্জে চালু করা হয়েছে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে রাজাভাতখাওয়ায় আরেকটি ইউনিট চালু হবে।

হ্যামিলটনগঞ্জের দলবদল বস্তির স্বনির্ভর দলের সদস্য রীতা লামা বলেন, কয়েকমাস হল আমাদের এই থালাবাটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ১,০০০ পিস থালাবাটি তৈরি হয়। কলকাতা থেকেতো বটেই, সেই সঙ্গে ভিন রাজ্যের ক্রেতারাও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। রীতা লামা জানান, ভিনরাজ্যের ক্রেতারা যে পরিমাণ পণ্য চাইছেন, একটিমাত্র মেশিনে তাঁদের ওত উৎপাদন ক্ষমতা নেই। তাই সরকারি সাহায্য পেলে আরও একটি মেশিন বসানো হলে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

কৃষি গবেষণায় জাতীয় পুরস্কার পেলেন অধ্যাপক

মালদা: স্বল্প খরচে ফসল ফলানোর মেশিন এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহারের উপর গবেষণা করে জাতীয় পুরস্কার পেলেন হরিশচন্দ্রপুরের বাসিন্দা তথা অধ্যাপক তনুজ মিশ্র। ১৬ জুলাই দিল্লিতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ আয়োজিত ৯৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর ২০২১ সালের জহরলাল নেহেরু অ্যাওয়ার্ড ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট আউটস্ট্যান্ডিং ডক্টরাল থিসিস রিসার্চ ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড অ্যালয় সায়েন্স পুরস্কার তুলে দেন অধ্যাপক তনুজ মিশ্রের হাতে। সমাজবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণার জন্য তনুজ বাবুকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ভারতে এই পুরস্কার ন্যাশনাল অ্যাত্তয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড রিসার্চ হিসেবে পরিচিত।

বর্তমানে তনুজবাবু ঝাঁসিতে রানি লক্ষ্মীবাঈ সেন্ট্রাল এগ্রিকালচার ইউনির্ভাসিটিতে অধ্যাপক পদে কর্মরত। উল্লেখ্য, অধ্যাপনার সঙ্গে তিনি গত পাঁচ বছর ধরে কৃষি ক্ষেত্রে গম এবং ধান চাষের কম্পিউটার এডেড মেশিন লার্নিং ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার করে কম খরচে ফসল ফলানোর ওপর গবেষণা করছিলেন।হরিশচন্দ্রপুরের পিপলা গ্রামের বাসিন্দা তনুজবাবু তাঁর এই পুরস্কার দেশের কৃষকদের উৎসর্গ করেন।

নিউ কোচবিহারে হেনস্থা নাবালিকা, অভিযুক্ত রেলের পদস্থকর্মী

কোচবিহার: নজিরবিহীন ভাবে কর্তব্যরত অবস্থায় উত্তর-পূর্ব রেলের এক পদস্থকর্মী দিনের বেলায় স্টেশনের মধ্যেই এক নাবালিকার সঙ্গে অশালীন অবস্থায় ধরা পড়লেন। ঘটনাটি ঘটে ২৫ জুলাই আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ কোচবিহার স্টেশনে। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত রেলকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রী সকলেই। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল। খবর লেখা পর্যন্ত রেলের আধিকারকরা অবশ্য এব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। জিআরপি থানায় ঐ রেল কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে নাবালিকা। ভিণরাজ্যের ঐ নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। এদিনই ঐ নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়।

রেল ও স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, এদিন অর্থাৎ ২৫ জুলাই সকাল সাতটা নাগাদ নিউ কোচবিহার রেল স্টেশন এসে পৌঁছায় আপ ব্রক্ষ্মপুত্র মেল। ভুল করে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে ঐ নাবালিকা। স্টেশনে উপস্থিত বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনের ইঞ্জিনে ঐ রেলকর্মী এবং ১৫-১৬ বছরের ঐ কিশোরীকে অশালীন অবস্থায় দেখা যায়। ওখানে থাকা লোকজনের চিৎকারে বহু মানুষ জড় হয়ে যায়। ছুটে আসেন রেলকর্মীরাও। রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুইজনকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

নিউ কোচবিহার স্টেশনে মূলত ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রীবাহী ট্রেন এসে দাঁড়ায়। ৬ নম্বর প্লাটফর্ম কিছুটা ফাঁকাই থাকে। সেখানে লোকজনের আনাগোনাও কম হয়। নিউ কোচবিহার কেন গোটা দেশে কোথাও এমন ঘটনার নজির খুব একটা নেই। এদিকে ঐ নাবালিকার বাড়ি কোথায়? সে কোথাথেকে এসেছিল এবং কেনইবা সে রেলকর্মীর সাথে ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়েছিল এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিএম দিলীপ কুমার সিং বলেন, এটা পুলিশের বিষয়। তদন্ত চলছে। আপাতত ঐ রেলকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

লোকসান থেকে বাঁচতে ড্রাগন চাষে আগ্রহী মালদার চাষিরা

মালদা: আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে লোকসান থেকে বাঁচতে ড্রাগন চাষে আগ্রহ বাড়িয়েছেন মালদার আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর, বামনগোলা ব্লকের অনেক চাষিরা। একইভাবে চাঁচোল মহাকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে ড্রাগন ফলের চাষ। এক্ষেত্রে সমস্ত রকম ভাবে সহযোগিতা এবং পরামর্শ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে উদ্যান পালন দপ্তর।

মালদার জেলা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর সূত্রে বলা হয়েছে, এই জেলার জমি ও পরিবেশ ড্রাগন ফল চাষের ক্ষেত্রে উপযুক্ত। এই ফলের খাদ্যগুণও ভাল। চোখ, হাঁটুর সমস্যা থেকে হার্ট অ্যাটাক বা ক্যান্সার থেকে মুক্ত রাখতে পারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। আর এই ফলে তা রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। জানা গিয়েছে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতর থেকে এই ফল চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল এলাকার চাষিদের। আরও জানা গিয়েছে, এই চাষ শুরু করতে হয় জুন মাস নাগাদ। তখন দফতরের পক্ষ থেকে বিতরণ করা হয় গাছের চারাও। গাছে ফলন শুরু হতে সময় লাগে এক বছর।

ফলটির পুষ্টিগত গুন অপরিসীম তাই চাহিদাও রয়েছে মালদা সহ রাজ্যের একাধিক জেলায়। ড্রাগন ফল চাষ করে লাভের আশা করছেন চাষিরা।

লোকসঙ্গীতের রিয়েলিটি শো করতে চান জলপাইগুড়ির সাংসদ

জলপাইগুড়ি: নামী বেসরকারি চ্যানেল গুলোতে আঞ্চলিক ভাষায় গানের রিয়েলিটি শো আয়োজিত হলেও পিছিয়েপড়া জনজাতির গান নিয়ে বড় মাপের সঙ্গীতানুষ্ঠান টিভির পর্দায় এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। ফলে প্রচারের আলো থেকে কয়েকযোজন দূরে অন্ধকারেই থেকে গিয়েছে বিভিন্ন জনজাতির লোকসঙ্গীত। এবার সেই উত্তরবঙ্গের মাটির গান ও শিল্পীদের প্রচারের আলোয় আনতে চলেছে দূরদর্শন।

জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় জলপাইগুড়ি দূরদর্শন কেন্দ্রে উত্তরবঙ্গের লোকগীতি নিয়ে রিয়েলিটি শো-এর উদ্যোগ নিয়েছেন। অনুষ্ঠানটির জন্য বড় স্পন্সরের খোঁজেও নেমে পড়েছেন তিনি। জয়ন্তবাবুর লক্ষ্য হল লোকসভার বাদল অধিবেশন চলাকালীন এব্যাপারে কেন্দ্রের সম্মতি আদায় করা। দিনকয়েক আগে দূরদর্শন ও আকাশবাণীর সিইও মায়াঙ্ক আগরওয়াল এবং প্রসার ভারতীর এডিজি সুধীররঞ্জনকেও তিনি এব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কেন্দ্রের সবুজ সংকেত মিললেই টিভিতে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করতে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির শিল্পীদের। লোকসঙ্গীত শিল্পী এবং রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সঙ্গীত শিল্পীদের এই রিয়েলিটি শো-এর বিচারক মণ্ডলীতে রাখার কথা ভাবা হয়েছে।

দিল্লি থেকে ফোনে সাংসদ জানান, ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের সাথে তাঁর কথা হয়েছে। সরকারি ভাবে সংবাদপত্র ও দূরদর্শন কেন্দ্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ব্লক জেলাস্তর হয়ে লোকসঙ্গীত শিল্পীদের অডিশন হবে। তিনি আরও বলেন, এমন অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা বিলুপ্তপ্রায় লোকসঙ্গীতকে চর্চার মধ্য দিয়ে ধরে রেখেছেন। তাঁদেরও এই শোয়ের মাধ্যমে প্রচারের আলোয় আনা হবে। এছাড়া লোকসঙ্গীতের সাথে ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র শিল্পী এবং আধুনিক বাদ্যযন্ত্র শিল্পী দুই-ই এই শোতে স্থান পাবেন।

জয়ন্তবাবু বলেন, এই রিয়েলিটি শো-এর বিজেতাদের নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে এবং উপহার হিসেবে বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হবে। দূরদর্শনের সিইও মায়াঙ্ক আগরওয়াল অবশ্য এখনই এব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চাননি।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন

জলপাইগুড়ি: ৭৫ তম বর্ষে পদার্পণ করল জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ৭৫ তম বর্ষ উৎসবের সূচনা হলো ২৮ জুলাই। এই উপলক্ষে এদিন স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

১৯৪৮ সালের এই দিনেই পথচলা শুরু হয়েছিল এই বিদ্যালয়ের। পরবর্তীতে বিদ্যালয়টিকে সরকারি বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিদ্যা লয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা নিবেদিতা সাহা বলেন, বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পদার্পণ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় এদিন হয়। বিদ্যালয়ের শিশুরা নাচ, গান, ছড়া, আবৃত্তির অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও অংশ নেয় অনুষ্ঠানে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সারা বছর ধরেই বিদ্যালয়ে নানা অনুষ্ঠান করা হবে।

সম্পাদকীয়

শিক্ষার প্রয়োজন ও অধিকার

আমাদের রাজ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-নিয়োগের দুর্নীতি নিয়ে যে পরিমাণ আলোচনা করা হয়, পড়াশুনার মান নিয়ে আলোচনা করা হয় খুবই কম। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের ঘাটতি সংখ্যা শিক্ষাব্যবস্থার কততা ক্ষতি করছে সেবিষয়ে প্রশাসনের কোন মাথা ব্যাথা নেই। দিনের পর দিন এসএসসি না হওয়ার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাব লক্ষণীয়। ফলে জোড়াতালি দিয়ে স্কুলগুলিতে পড়াশুনা করানো হচ্ছে দেনের পর দিন এবং এভাবেই চলছে অগণিত শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গঠনের কাজ।

রাজ্যজুড়ে শহরগুলিতে বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়ানোর চল দেখা গেলেও এখনো অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভালো শিক্ষার জন্য সরকারি বিদ্যালয়ের ওপরই নির্ভরশীল। শিক্ষকসংখ্যার অপ্রতুলতার কারণে তাদের পড়াশুনার যে ক্ষতি হচ্ছে, তা অপূরণীয়। শিক্ষা যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের এক মৌলিক অধিকার, উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া রাষ্ট্রেরই এক কর্তব্য। এক জন শিক্ষার্থীর জীবনে প্রাথমিক শিক্ষাকে তাঁর জীবনের ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। সেই ভিত্তিতেই যদি এমন দুর্বল থেকে যায়, তাহলে আগাম জীবনে তাঁর সফল হওয়ার সম্ভাবনা না বরাবর থেকে যাবে।

বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ার পিছনে বার বারই আইনি জটের কথা বলা হয়। অথচ, ২০২১ সালের টেট লিখিত পরীক্ষায় পাশ করা চাকরিপ্রার্থীদেরছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও শুরু হয়নি। ইন্টারভিউ কবে হবে, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তারও কোনও সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ বা শিক্ষক নিয়োগের মতো বিষয়গুলি একেবারে প্রাথমিক কর্তব্য। সেগুলি দেখার কর্তব্য আমাদের রাজ্যের সরকারেরই। সরকারের সক্রিয় ভুমিকাই পারে এই সব সমস্যা দূর করতে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

কবিতা

মিলবে দুটোমন

- পূর্বালী দে

স্বতন্ত্রতা ভালোবাসায় থাকুক,
বুকের তলে অন্ধ হবো আজ,
বর্তমানটা তোমার সাথেই কাটুক,
ঝড়ের রাতে জাপটে ধরি,
একটা পড়ুক বাজ।

বার্ষিকী হোক তোমায় ছোঁয়ার দিন,
ঠোঁট সরিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী আলো,
ভুবনমোহিনী হাসির অন্তরালে,
ফেরার সময় রাস্তা বদলালো।

দৈনিক প্রেম, মরসুম জুড়ে থাকে,
আবেগের রোজ কত আবেদন,
সহজ কথায় ভুলিয়ে দিতে পারি,
ভীড়ের শহর, মিলবে দুটোমন।।

প্রবন্ধ

নুন (প্রথম পর্ব)

....মানশ চক্রবর্তী

বলুন দেখি, ভারত ভাগ করে প্রথম হয়েছিল ?

জানি, আপনি হৈ হৈ করে বলে উঠবেন – ১৯৪৭ এ!

উঁহু!

যদি বলি ১৮২৩, খুব অবাক হবেন, না ?

দুদিকের ডানা কাটা নয়,

পাকিস্তান বাংলাদেশ ছেঁটে ফেলা নয়,

আজকের ভারতের বুক চিরে দেওয়া হয়েছিল কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ।

উত্তর থেকে দক্ষিণ!

যাতে এদিক থেকে ওদিক একটা জিনিস না যেতে পারে

কি সেই জিনিস ?

নুন, হ্যাঁ আমাদের জীবনের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান, লবণ!

আজকে যে লবণ আপনি পাড়ার মুদি দোকান থেকে আনেন সে লবণের প্রতিটি গুঁড়োয় মিশে আছে রোমহর্ষক ইতিহাস। চীনের প্রাচীর থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ রেভোলুশন। গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজম – কালো ইতিহাস নির্লজ্জ ভাবে লবণাক্ত।

এই দুঃসাহসী নুন আমাদের রান্না ঘরে ঢুকেও যে কি তান্ডব বাঁধাচ্ছে দেখবো তাও।

হলফ করে বলতে পারি নার্সারি থেকে ক্লাস ১২ – এই ইতিহাসের একটা লাইনও আমাদের পড়তে দেওয়া হয়নি।

গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ খানিকটা ঠেলে ঠুলে ইতিহাস বইয়ে ঢুকলেও তা নিতান্তই 'সামান্য'!

– বাবু একটু সইরে বসবে গো?

বাসের ঢুলুনিতে চোখ লেগে এসেছিলো।

কুণ্ঠিত হয়ে ব্যাগটা কোলে টেনে নিলাম।

মেঝেতে বসা দেহাতি মানুষটার কাঁধে চেপে বসেছে আমার ঘুমন্ত হাতে ধরা ভারী ব্যাগটা।

– আহা, লাগেনি তো?

– না বাবু, কুথায় যাবি তোমরা ?

বাস ভর্তি প্রাণী, ছাগল মুরগি,মানুষ কম।

বেশিরভাগই বাসের মেঝেতে।

চারপেয়েদের মালিকরাও মেঝেতে।

– যাব নাসি গ্রাম।

– ওহ, বাবুরা কি মেলা দেখতে এয়েছেন?

– শুধু মেলা নয়, সাথে গ্রাম দেখতেও এলাম।

আমি শুধাই, আপনার বাড়ি কি নাসি গ্রামে?

– না না বাবু, এই সব অবলাদের নিয়ে যাচ্ছি মহাজনের কাছে!

গেলো বর্ষায় মহাজনের নুন খেয়েছি, সেসব ফেরত দিতে হবে নি ?

নুন ?

কথা এগোলো না কন্ডাক্টর বললো নাসি গ্রাম উঠে আসুন।

নাসি গ্রাম যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য ঢলে গেছে,

খানিকটা হেঁটে অভিজিতের গ্রামের বাড়ী।

পেটে ছুঁচোয় ডনবৈঠক দিচ্ছে,

আজকে খাবার আর পেটের ব্যাটে বলে আর হচ্ছে না। সকাল থেকে ফ্লপ চলছে।

তখন মেডিকেল কলেজ পড়ি। হোস্টেলে থাকি। ডিসেম্বরের ঠান্ডা। অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম করে ঘুরতে যাবো ঠিক হলো।

নাসিগ্রাম, অভিজিতের গ্রামের বাড়ি। প্রচুর শিব মন্দির আর মজা নাকি আনলিমিটেড!

আমরা চার মূর্তি বেরিয়ে পড়লাম।

তখন হাওড়া ট্রেন লাইনে হকারদের কি যেন একটা বিক্ষোভ চলেছে।

কলেজ স্ট্রিট থেকে হাওড়া এসে চটপট ট্রেনে উঠে ভাবলাম এবার জমিয়ে ঝালমুড়ি খাবো।

কোথায় কি! কোনো হকারও নেই, ট্রেনও বেশ লেট করলো।

বর্ধমানে নেমে পেট চুঁইচুঁই!

৯০ দশকের মধ্য-ভাগ,

পকেটের জোর বেশ কম,

মাসে ৭০০ টাকা বরাদ্দ , বই কেনার থাকলে ১০০০।

স্টেশনের পাশে ফাঁকা হোটেল দেখে ঢুকলাম।

– চিকেন ভাত দাও ভাই!

সে চিকেনের কি গন্ধ আর কি চেহারা। দেখেই জিভে জল!

দীপু ফিসফিস করে বললো এক্সট্রা ভাত লাগবে কিন্তু!

– ও দাদা এক্সট্রা রাইস হবে? কত ?

– হবে হবে, আপনারা শুরু করুন, কাউন্টার থেকে আওয়াজ আসে ।

আরাম করে হাত ধুয়ে খেতে বসে চারমূর্তি মুখ চাওয়াচায়ি করি।

রান্নায় কোনো নুন নেই!

– এই রে, আপনারা একটু নুন নিয়ে নিন না! আসলে যে রান্না করে, সে আসেনি, গন্ডগোল হয়ে গেছে । কাউন্টার তখন টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছে।

রইলো পরে এক্সট্রা রাইস আর কব্জি ডুবিয়ে চিকেন।

এদিকে অভিজিৎ আল্টিমেটাম দিচ্ছে, বাস ছেড়ে দেবে কিন্তু!

কোনো ক্রমে দু গ্রাস খেয়ে সকলে পড়িমরি করে বাসের দিকে দৌড়ই। এই বাস ছেড়ে দিলে কাল সকালের আগে আর কোনো বাস নেই।

ফাঁকা বাসে একটু হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম সকলে। বাস ছাড়লো, খানিক পেরোতেই ভর্তি।

বেশিরভাগ চারপেয়ে, দুপেয়ে যা ছিল তার মধ্যে মানুষ কম, মুরগি বেশি।

ছোটরা ও তাদের মালিকরা প্রত্যেকেই যদিও বেশ ভদ্র।

মাফলার টুপি টেনে টুনে ঢেকে নিই। ভারী ব্যাগে আরও শীতবস্ত্র ভরা। ব্যাগ কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম ভেঙ্গেছিল সেই ডাকেঃ বাবু একটু সইরে বসবে গো ?

নাসি গ্রামে যখন বাস থেকে নামলাম তখন সূর্য ঢলে গেছে।

মেলা ঘুরে তারপর অভিজিতের বাড়ি।

মেলাতে আরো ফ্লপ, মশলামুড়িতে এত নুন যে লেবু চিপেও বিশেষ মুখে দেওয়া গেল না।

বাড়ি পৌঁছে ঠাকুমার আতিথেয়তায় মুগ্ধ আমরা। আমাদের খাওয়া দাওয়ার দুর্ভাগ্য শুনে বললেন তোমরা হাত মুখ ধুয়ে বস। জলখাবার দিয়ে খিদে মারবো না। একবারে মাংস ভাত।

পাঁঠার মাংস রান্নার সুবাস আসছিলো অনেকক্ষণ থেকেই। তবে অভাগা পেটকে বলি, সাবধান বৎস, গন্ধে দৃশ্যে বিভ্রান্ত হয়ো না, স্বাদের অপেক্ষা কর!

অভিজিৎ বেশ নার্ভাস!

ঠাকুমা নিরামিষাশী , অভিজিতের দুশ্চিন্তা ঠাকুমা ঠিক স্বাদের মাংস করে উঠতে পারবেন তো ?

আবার ফ্লপ হবে নাতো ?

বসতে না বসতেই ঠাকুমার সাবধানবাণী, আমি তো মাংস খাই না, সন্ধ্যা থেকে টিমটিম করে আলো জ্বলছে, ভোল্টেজ কম!

জানি না নুন টুন ঠিক হয়েছে কিনা।

আমাদের তখন মাথা ঝিম ঝিম!

অভিজিৎ বলছে ভয় পাসনা, পাশের ঘরে ঘি আছে – যদি দরকার হয় তো!

নাহ্, সে রাতে আর ঘি দরকার হয় নি!

জম্পেশ সেই পাঁঠার মাংসের স্বাদ মনে হয় এখনো মুখে লেগে আছে।

সকাল থেকে আমাদের নুন-বিভ্রাট শুনে ঠাকুমা হেসে গড়িয়ে পড়লেন। বললেন নুন একটা সাংঘাতিক জিনিস। তবে তোমরা এখন যত সহজে নুন পাচ্ছ আমরা কিন্তু ছোটবেলায় তা পাইনি। নুন ছিল মহার্ঘ্য!

দাদু-ঠাকুরদাদের কাছে গল্প শুনেছি কি এক পারমিট লাইন পেরিয়ে নুন আসতো বাংলায়। বাড়িতে সুন্দর পাত্রে থাকতো লবণ। ঝিনুকের খোলায় দেওয়া হয়তো রান্নায়।

ভরপেট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে অনেক গল্প হলো ঠাকুমার সাথে। কিন্তু পারমিট লাইনের গল্প ঠাকুমার ঝুলির লালকমল নীলকমল গল্প ভেবে ভুলেই গেছিলাম।

কিন্তু শক খেলাম ২০০২ সালে!

...(ক্রমশঃ)

গল্প

গুরুদায়িত্ব

....আঙ্কনা সিংহ

ছাদে নাতনিকে কোলে নিয়ে উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী করছিলেন সুমনবাবু।

–

চাকরি পেয়ে ছেলে এখন পাকাপাকি ভাবে কোলকাতাবাসী। পারিবারিক কলহের জেরে একমাত্র ছেলের সঙ্গে এখন আর কোনো বনিবনা নেই। তবুও তো সে নিজের ছেলে, তাই দুঃখ পেলেও মনে মনে সবকিছু মানিয়ে নিয়েছেন। ইদানিং সুমনবাবুর মনটা খুব একটা ভালো নেই।

–

"আচ্ছা দাদু তারাগুলো অত ছোট ছোট হয় কেন? আর আকাশে কি সুন্দর মিটিমিটি করে জ্বলে? কিভাবে গো!'', আদুরে মিষ্টি গলায় বলল মামন।

সুমনবাবু বললেন, ''ওরা তো অনেক দূরে থাকে তাই, তাছাড়া তোমার ঠাম্মি রোজ সন্ধ্যায় গিয়ে ওদের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আসেন।''

মামন সাগ্রহে বলল, ''কোনটা ঠাম্মি?''

সাঁঝ-আকাশে পশ্চিমের উজ্জ্বল সন্ধ্যেতারাটাকে দেখিয়ে সুমনবাবু বললেন, ''ওইটা।'', বলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

রোজ সন্ধ্যেয় পড়াতে বসাবার আগে নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে সুমনবাবু ছাদে ক্ষণিক পায়চারী করেন।

–

মামনের বাবা-মা দু'জনেই কোলকাতার একটা বড় আই.টি. কোম্পানীতে কর্মরত। ওরা লাভ-ম্যারেজ করেছিল। এখন যে যার নিজের কাজে বড় ব্যাস্ত।

আয়া রেখে কি সব কাজ হয়? তাই ছোট্ট মামনকে দেখভাল করা নিয়ে দু'জনের মধ্যে মনোমালিন্যের জেরে ওর বাবা-মা এখন ডিভোর্সী। বছর পাঁচেক আগে ওদের ডিভোর্স হয়েছে। এই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলীর যুগে কেউ আর মামনের দায়িত্ব নিতে চায়নি। নিজেরা আবার ফ্যামিলী গড়ে যে যার নতুন সংসার বসিয়ে নিয়েছে।

–

যখন মামনের বাবা-মা আর মামাবাড়ীর লোকজনেরা ওকে বোঝা ভেবে হাত গুটিয়ে নিয়ে কোলকাতা লাগোয়া একটা অনাথ আশ্রমে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, এক পরমাত্মীয় মারফত খবর পেয়ে তখনই নিজের পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করে বছর সাতেকের মামনকে আশ্রম থেকে নিজের বাড়ীতে এনে, ওকে মানুষ করবার দায়িত্ব সুমনবাবু আর রুণুবালাদেবী নিজেদের ঘাড়ে নিয়েছিলেন।

–

হাসি-ঠাট্টায় মিলে-মিশে দাদু-ঠাম্মি, নাতনি, তিনজনের জীবন বেশ সুখেই কাটছিল। মামনও নিজের বাবা-মায়ের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু বাধ সাধল ভাগ্য, বছর খানেক হল মামনের ঠাম্মি রুণুবালাদেবী হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত হয়েছেন।

নাতনিকে মানুষের মত মানুষ করবার ভীষণ বড় একটা গুরুদায়িত্ব এখন একা রিটায়ার্ড প্রাথমিক শিক্ষক সুমনবাবুর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছেন রুণুবালাদেবী।

লেখিকা সোনিয়া তাসনিমনের ‘বিস্তীর্ণ জলছবি’ গ্রন্থ উন্মোচন করেন সহ উপাচার্য অধ্যাপক গৌতম পাল

বিশেষ সংবাদদাতা

“উদার আকাশ” প্রকাশনার প্রকাশক এবং সম্পাদক ফারুক আহমেদের আমন্ত্রণে মঙ্গলবার ২৬ জুলাই ২০২২ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন, বাংলাদেশের কথা সাহিত্যিক সোনিয়া তাসনিম। “কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাল”এর সহ উপাচার্য (প্রো-ভিসি) ড. শ্রী গৌতম পাল এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে লেখক শ্রদ্ধেয় ড. শ্রী গৌতম পাল স্যারের হাতে ফুলের স্তবক অর্পন করেন। আলাপচারিতা কালে শ্রদ্ধেয় ড. গৌতম পাল মহাশয় লেখকের হাতে একটি উদার আকাশ ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা স্মারক মানপত্র এবং উদার আকাশ” প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত লেখক মুসা আলি রচিত “অচেনা আকাশ” বইটি তুলে দেন এবং একই সঙ্গে “উদার আকাশ” প্রকাশনী থেকে লেখক সোনিয়া তাসনিমের গল্পগ্রন্থ “বিস্তীর্ণ জলছবি” বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

উল্লেখ্য, “উদার আকাশ” এর প্রকাশক ফারুক আহমেদ দীর্ঘ সময় ধরে তার নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় “উদার আকাশ” প্রকাশনীকে একটি শীর্ষ পর্যায়ের প্রকাশনার সারিতে উন্নীত করেছেন। দুই বাংলার অসংখ্য গুণী নবীন এবং প্রবীণ লেখক উদার আকাশের অবারিত প্রান্তরে কলম ধরেছেন। নিয়মিত লেখা দিয়ে উদার আকাশ পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করছেন।

এদিন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় দুই বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চামূলক বিষয়গুলো উঠে আসে।

বই রিভিউঃ সানিয়াজান এক জনপদের উপলব্ধির কথা

পার্থ নিয়োগী

নদীকে নিয়ে অনেকেই কবিতা লেখেন। কিন্তু একটা কাব্যগ্রন্থে যখন কোন অচেনা নদী হয়ে ওঠে কবির প্রধান পরিচয়। তখন সে কাব্যগ্রন্থ নিছক কাব্যগ্রন্থ থাকেনা। তা হয়ে ওঠে এক অনন্ত ইতিহাসের দলিল। ঠিক যেমন টা ঘটেছে কবি ভাস্বতী রায়ের প্রথম রাজবংশী ভাষার কাব্যগ্রন্থ ‘সানিয়াজান’ এর বেলায়। বেশিরভাগ মানুষের কাছে মেখলিগঞ্জ মহকুমার সানিয়াজান নদীটি তেমন পরিচিতি নেই।

উত্তর বাংলা নদীর কথা বলতেই সবার মনে আসে তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা, রায়ডাক, জলঢাকার মত বড় বড় পাহাড়ি নদীর কথা। সাহিত্যেও এই নদীগুলি হয়ে উঠেছে কখন প্রধান বিষয়। কিন্তু উপেক্ষিত রয়ে গেছে সমতলের ময়নাগুড়ি অঞ্চলের পুটিমারির এক নালা থেকে উৎপন্ন হওয়া নদী সানিয়াজান। এর ভৌগলিক চিত্রটাও অবাক করার মত। এই নদী মেখলিগঞ্জ মহকুমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তিস্তায় মিশেছে। মজার কথা হল তিস্তায় মেশার আগে সানিয়াজান ১৩ বার বাংলাদেশ ছুঁয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।

এই সানিয়াজান পারের মেয়ে হচ্ছেন ভাস্বতী রায়। প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স কলকাতার একজন ভাষা গবেষক তিনি। ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা তার এই সানিয়াজান কে দেখে। বিভিন্ন নদীকে ঘিরেই থাকে নানা লোকগাথা। সে থেকে বাদ যায়নি সানিয়াজান। শৈশবে বাবার কাছ থেকে শুনেছেন সানিয়াজানের লোকগাথা। আর সেই লোকগাথা কে নিজের হৃদয়ে গেথে ফেলেছেন ভাস্বতী। আর কবিতার মাধ্যমে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন তার প্রিয় সানিয়াজানের কথা। আজও সানিয়াজান কে দেখলে তার বাবার কথা মনে হয়। সেই বাবাকেই উৎসর্গ করেছেন তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

অসাধারন কথামুখ লিখেছেন গৌতম সরকার। মোট ৩২ টি কবিতা আছে এই কাব্যগ্রন্থে। ‘ম্যেঘে ম্যেঘে ব্যেলা গরেয়া যাঞ ভালে কোনা’ এই লাইন দিয়ে শুরু হয়েছে সানিয়াজানের আদিকান্ড। যৌবনে সানিয়াজান কেমন ছিল তা বোঝা যায় ‘মইধ্য নদীত মাছ মারিতে মারিতে/জালিয়ার বুক ছিড়ি যায়/আকুল আক্ষেপে।/ এত মাছ না যায় ধোরা। ভুইচাল কবিতায় ধরা পড়ে সানিয়াজানের বিপর্যয়ের চিত্র। এক কালে আজার হালে বজরা চলিসে/জান পাতিয়া এপার ওপার কুলিবার পারা যায় নাই/বেহুলা সুন্দরীর নাও গেইসে/আর কত শত সতীর পাও ধোয়া জল।’ এর মধ্যে দিয়ে সানিয়াজের অতীতের গৌরব গাঁথা অপূর্ব ভাবে তুলে ধরেছেন কবি।

সানিয়াজানের শেষ কাল কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠকের সামনে যেন প্রশ্ন তুলে ধরতে চেয়েছেন যে তবে কি এটাই সানিয়াজানের শেষ সময়? তবে কবি কিন্তু সানিয়াজান এর শেষকাল কে মানতে চাননি বলেই লিখেছেন ‘সানিয়াজানের বুকুর শুকান বালা মুই দেখির চাওনা’। মন ছুঁয়ে যায় বারুণী ছিলান, পাটাগেরা কবিতা দুটো। একটার পর কবিতায় অপূর্ব শব্দচয়নের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সানিয়াজানের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে কবি।

আমরা রবীন্দ্রনাথের গল্পে দেখেছিলাম আব্দুল মাঝিকে। তবে শুধুমাত্র পদ্মা নদীতেই দেখা মেলে আব্দুল মাঝির এটা ভাবলে ভুল হবে। সানিয়াজানেও দেখা মেলে আব্দুল মাঝির। তবে এখন আর আব্দুল মাঝির নাও সানিয়াজানের বুকে দেখা যায়না। পেশা বদলে সে এখন কৃষিকাজ করলেও বারবার তার মাথায় চলে আসে সানিয়াজানের সেই সোনালী দিনগুলির কথা। চমৎকার ভাবে লকডাউনের সময় সানিয়াজান পাড়ের দুর্দশা আর লকডাউন ওঠার প্রত্যাশা তুলে ধরে যেন সানিয়াজানের লোককথাকে কবি বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক রেখেছেন।

কবি লিখেছেন ‘জোনাক মোর মাইকালের সুখস্মৃতি’। সত্যিই এই কাব্যগ্রন্থ যেন পাঠকদেরও নিয়ে যায় তাদের ফেলে আসা সুখের স্মৃতির দিনে। এই প্রকৃতির বাইরে মানুষও নয়। তাই মানুষকেও নদীর মত করে কি সুন্দর লিখেছেন ‘বয়স ভাটি হৈলে মাঈষর মোল কমি যায়।/উজান বয়সের মাঈষী ভাটি বয়সের মানীক অবক্ষেপন কর/ নদী যেতেমন করি শিল, বালাউ,পলি ফেলে দেয়/ মাঈষীও তো নদীরে নাখান। এক চমৎকার লেখনশৈলি যা পড়তে পড়তে সানিয়াজানেও মিশে যেতে হয় পাঠককে। এটা শুধুমাত্র নিছক এক কাব্যগ্রন্থ নয়। মৃতপ্রায় সানিয়াজান যেন তার আত্মকথা তুলে ধরেছে ভাস্বতী রায়ের কলমে। সেইসাথে আগামীতে রাজবংশী ভাষায় ভাস্বতী রায়ের এমন কাব্যগ্রন্থের জন্য পাঠক যে অপেক্ষা করবে সেটা নিশ্চিত।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নাটাবাড়ি পর্ব- ১

আজ আমরা যদি ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ের উপর আলোচনা করি অবশ্যই উঠে আসে তুফানগঞ্জ মহাকুমার নাটাবাড়ির নাম। ঐতিহাসিক উপাদান/দলিল, পুরাকীর্তির নিদর্শন সমূহে ভরপুর নাটাবাড়ি অঞ্চলের ইতিহাস চর্চায় এক নতুন জোয়ার আনতে পারে। বর্তমান প্রজন্ম বা আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন এখানকার সমৃদ্ধশালী ইতিহাস সম্পর্কে অবগত নন। আজ আমরা প্রগতিশীল সমাজের অগ্রগতিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছি। এই অঞ্চলের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস গবেষণা করে খুঁজে বের করে,নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে আগামী দিনে রচিত হতে পারে প্রকৃত ইতিহাস। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আলোকিত হলে এই অঞ্চলের আগামী দিনে নতুন ভোরের সূচনা হতে পারে।

আজকের নাটাবাড়ি এক গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। নাটাবাড়ি নামের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা ও তথ্যভিত্তিক গবেষণায় জানা যায় “এই অঞ্চলে কাঁটাযুক্ত নাটা গাছ ব্যাপক হারে জন্মাত, এই নাটা গাছের নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম নাটাবাড়ি হয়েছে। আবার ভিন্নমতে দেবাদিদেব মহাদেব নটরাজ শিবের এই অঞ্চলে আগমন হয়েছিল। তার আগমন এবং বিচরণের ফলে লোকমুখে নটবর শব্দটি বহুল অর্থে প্রচলিত ছিল এবং বহু লোকের নাম উচ্চারণ এর মাধ্যমে নটবর অপভ্রংশে নাটাবাড়ি হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন।

নাটাবাড়ি এলাকাতেই আছে জায়গীর চিলাখানা সাহেববাড়ির কোচবিহার রাজবংশের জ্ঞাতি রাজগণদের বাসস্থান, ভুচুংমারী গ্রামের বলরাম ঠাকুরের আবাস, কালজানি-গদাধর নদীর মিলনস্থলে অষ্টমীর স্নান মেলা, কুচবিহার মহারাজাদের শিকার করার ঐতিহাসিক রাস্তা, বর্তমানে যা হেরিটেজ রোড নামে পরিচিত, মহারাজাদের শিকার করার সংরক্ষিত তিনটি বনভূমি, মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ান ভূপবাহাদুরের আমলে তৈরি নাটাবাড়ি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস, স্টেট এম.ই.স্কুল এবং পরিশেষে মহারাজাদের শিকার যাত্রার সময় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বর্তমান নাটাবাড়ি বাজার/বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় নির্মিত ডাকবাংলো এবং পাথররূপী “শিবের মন্দির”। উল্লেখ্য, এই হেরিটেজ রোড ধরেই পৌঁছে যাওয়া যায় মহিষকুচি অঞ্চলে ঐতিহাসিক চিলা রায়ের গড় বা দুর্গ জালধোঁয়ায়। ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে নাটাবাড়ী আজ সময়ের বিবর্তনে অগ্রগতির দিকে। আক্ষেপ থেকে যায়, ইতিহাস সাক্ষ্য বহনকারী রাজ আমলের গৌরববর্ধনকারী ইতিহাস আজ লুপ্তপ্রায়। অতি প্রাচীন শিবরূপী পাথর, মন্দির, ডাকবাংলোর কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু না জানা কিছু ইতিহাস।

তুফানগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে কোচবিহার রাজবংশের প্রায় সূচনা থেকেই মহারাজাদের বিভিন্ন কীর্তিকলাপ, স্থাপত্য নির্মাণ, মন্দির নির্মাণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে নাটাবাড়ি অঞ্চলেও মহারাজারা বিভিন্ন সময়ে বিচরন করতেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই অঞ্চলের জায়গীর চিলাখানা সাহেববাড়িতে বসবাস করেন কুচবিহার রাজবংশের তৃতীয় মহারাজ লক্ষীনারায়ান (১৫৮৭ - ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দ) এর উত্তরপুরুষ কুমার কুন্দ বা কন্দর্প নারায়ণের বংশধরেরা। মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ (১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠিত শতাব্দীপ্রাচীন ভুচংমারীর বলরাম আবাস নাটাবাড়ী অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী এবং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহনকারী।

১)ভুচুংমারির বলরাম মন্দির/বলরাম আবাস

কোচবিহার শহর থেকে ১৯ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে ও নাটাবাড়ি বাজার থেকে সাড়ে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে ভুচুংমারি গ্রামে পশ্চিমমুখী এই দেবালয়টি অবস্থিত। তুফানগঞ্জ মহকুমার মানুষের কাছে এটি “বলরাম আবাস”নামেও পরিচিত। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড এর অর্থ সাহায্য এই মন্দিরের পূজার খরচাদি ও কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়। জনশ্রুতি থেকে জানা যায়,মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। একদিন মহারাজা খেয়াযোগে কালজানি (গদাধর) নদী পার হয়ে ডাঙ্গায় উঠার সময় মন্দির সম্মুখে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং অনেক কষ্টে চরাভুমিতে উঠেন। চরাভুমিতে উঠে বিশ্রামকালে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন। স্বপ্নে “বলরামঠাকুর” তাকে জানান, নদীর পূর্বপাড়ে অবস্থিত বৃক্ষতলই তার আবাসস্থল,বৃক্ষপাশে বলরাম ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করে ভক্তিভরে পূজা দিলেই তার যাত্রাপথ সুগম হবে এবং সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করে তার সকল মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ন ভক্তি সহকারে পূজা-অর্চনার মাধ্যমে বলরাম বিগ্রহ স্থাপন করেন। সেই থেকে এলাকাটি ভুচুংমারী আবাসতলি এবং মন্দিরটি বলরাম আবাস নামে পরিচিত। হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী তার

গ্রন্থে *“the Cooch Behar state and its land revenue settlement”, 1903* এই মন্দির এবং বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হিসেবে নাজিরদেরর নাম উল্লেখ করেছেন। লোকমুখে শোনা যায়,বলরাম ঠাকুরের আবাস এবং বৃক্ষের তল মিলে একযোগে নামকরণ হয়েছে “আবাসতল”। ইতিহাস সাক্ষী শতাব্দী প্রাচীন এই মন্দিরের পশ্চিম পাশে এখনো কালজানি নদী প্রবাহমান। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কালজানি নদীর উপর নতুন সেতু নির্মাণ করেছেন এবং যোগাযোগের এক নতুন দিশা দেখিয়েছেন।

তুফানগঞ্জ মহকুমায় দেবত্র বিভাগের যতগুলি দেবালয় আছে তারমধ্যে পরিবেশগতভাবে সবচেয়ে মনোরম এই বলরাম আবাস। মন্দির চত্বরে রয়েছে অনেক প্রাচিন প্রাচিন গাছ, পিছনে রয়েছে একটি সুন্দর ফুলের বাগান, পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গদাধর নদী।এককথায় নৈসর্গিক অনুভূতি পাওয়া যায় মন্দির প্রাঙ্গণে।

মূল মন্দির, ভোগ ঘর, বিশ্রামাগার এবং প্রাঙ্গণসহ মোট জমির পরিমাণ ৭ (সাত) বিঘা। চারচালা টিনের মন্দিরের গর্ভগৃহে রয়েছে অষ্টধাতুর বলরামের দুটি বিগ্রহ এছাড়াও রয়েছে গণেশ, নাড়ুগোপাল ও কৃষ্ণমূর্তি। বলরামের মাথায় রয়েছে মোহনচূড়া ও দুহাতে সোনার গাছা। নিত্য পূজা ছাড়াও এখানে বিশেষ বিশেষ তিথিতে রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা বিশেষ অনুষ্ঠান ও মেলা হয়। দোলসোয়ারি উপলক্ষে বাৎসরিক মেলা হয়। মূল মন্দিরের সামনে সারিবদ্ধ ভাবে অনেকগুলি ঘন্টা ঝুলানো আছে। এখানকার পুজোর বৈশিষ্ট্য হল,এখানে বলি হয় না এবং নিরামিষ প্রসাদে তেল এবং ঘি ব্যবহার করা হয় না। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কামাখ্যা দেবশর্মা বংশানুক্রমিকভাবেই এখানে পুজো করে চলে আসছেন।

তুফানগঞ্জ মহকুমার বলরাম মন্দিরটি আজ ভক্তপ্রাণ মানুষের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। অষ্টমী স্নান উপলক্ষে প্রচুর লোক সমাগম হয় এখানে। পূর্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা আশানুরূপ না থাকলেও বর্তমানে গদাধর নদীর উপর সেতু নির্মাণ হওয়ার ফলে কোচবিহার শহর, নিউ কোচবিহার রেল স্টেশন, নিউ বানেশ্বর রেল স্টেশন থেকে হেরিটেজ রোড ধরে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় এই মন্দির। পরিবহন ব্যবস্থা আরও জোরদার হলে ঐতিহ্যবাহী মন্দির দর্শন করতে পারবে পর্যটক ও তীর্থযাত্রীরা। এত সুন্দর মনোরম পরিবেশসমৃদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গন অবশ্যই ভালো লাগবে সকলের।

পরিশেষে এই মন্দিরের সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের জন্য নজরদারি প্রয়োজন। মন্দিরের জমি কংক্রিটের ওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা খুবই জরুরি, কিছু জমি বেহাত হয়ে গেছে এরকম ও শোনা যায়। দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড এবং জেলা প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক এ বিষয়ে।

ভার্মোরা গ্রানিটোর প্রিমিয়াম স্যানিটারিওয়্যারের এক্সক্লুসিভ রেঞ্জ

কলকাতা: "ইনোভেটিং হ্যাপিনেস"-এর নীতির সাথে, ভার্মোরা গ্রানিটো প্রাইভেট লিমিটেড - ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় টাইল, স্যানিটারিওয়্যার এবং বাথওয়্যার ব্র্যান্ড প্রিমিয়াম স্যানিটারিওয়্যার, ফসেটস, কিচেন সিঙ্ক, ওয়াটার হিটার এবং বাথওয়্যার অ্যাকসেসরিজগুলির এক্সক্লুসিভ রেঞ্জ চালু করেছে। ১২-১৩ই জুলাই রাজস্থানের উদয়পুরে আয়োজিত জাতীয় লঞ্চ এবং ডিলার মিটের জন্য সারা দেশে ৩৫০টিরও বেশি ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটর অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ভার্মোরা গ্রুপের অধীনে সম্পূর্ণ স্যানিটারিওয়্যার এবং বাথরুম সলিউশন প্রদান করার এবং এর বিশাল বন্টন নাগাল এবং ব্র্যান্ড ইক্যুইটি লাভ করার জন্য কোম্পানির একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কোম্পানি নতুন ডিজাইন, রঙ এবং সাইজে ৫০টির বেশি স্যানিটারিওয়্যার প্রোডাক্ট, ১৫টি নতুন ফসেটস মডেল, ১২টি কিচেন সিঙ্ক এবং ৫টি ওয়াটার হিটার লঞ্চ করেছে। নতুন রেঞ্জটি উন্মোচন করেন চেয়ারম্যান শ্রী ভবেশ ভার্মোরা এবং জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী হীরেন ভার্মোরা। কোম্পানির গুজরাটে ৯টি অত্যাধুনিক উত্পাদন ইউনিট রয়েছে যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ১.৫ লক্ষ বর্গমিটার টাইলস

এবং প্রতিদিন ৪,০০০ পিস স্যানিটারিওয়্যার। ভারত জুড়ে এটির ৩২৫টি কোম্পানির এক্সক্লুসিভ শোরুম এবং বিশ্বব্যাপী ১৫টি শোরুম রয়েছে। ভার্মোরা গ্রুপের একটি শক্তিশালী গ্লোবাল ফুটপ্রিন্ট রয়েছে এবং এটি ৭৪টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করে। কোম্পানি মোরবিতে ৪০,০০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে ভারতের সবচেয়ে বড় শোরুম স্থাপন করেছে যেখানে ৪,০০০+ ডিজাইন, ৩০০+ সুন্দর মকআপস এবং ১৫০+ উন্নতমানের স্যানিটারিওয়্যার রয়েছে।

মিঃ ভবেশ ভার্মোরা বলেছেন, "কোম্পানিটি বাজারে ধারাবাহিকভাবে উদ্ভাবনী এবং মূল্য সংযোজন প্রোডাক্ট প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় সিরামিক শিল্পে লিডার হিসাবে তার পরিচয়কে শক্তিশালী করতে চায়।"

সোনির নতুন ওয়্যারলেস হেডফোন

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া নিয়ে এলো তাদের 'লাইটেস্ট ইন-ইয়ার ওয়্যারলেস হেডফোন' - ডব্লুআই-সি১০০। এতে রয়েছে ডলবি আটমস। এই নতুন ইন-ইয়ার হেডফোন শ্রোতাদের নতুন অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। লাইটেস্ট ও কমপ্যাক্ট ডব্লুআই-সি১০০ ওয়্যারলেস হেডফোন শ্রোতাদের দেবে হাই কোয়ালিটি সাউন্ডের অভিজ্ঞতা। সোনি ব্রাভিয়া এক্সআর টিভি'র সঙ্গে সোনি ডব্লুএলএ-এনএস৭ ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার যুক্ত থাকলে ডব্লুআই-সি১০০ হেডফোন স্পিকারের শব্দ আরও ভালভাবে ছড়িয়ে দিতে পারবে, ফলে শ্রোতারা ডলবি আটমসের অভিজ্ঞতা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। এই হেডফোনের মাধ্যমে ২৫ ঘন্টা পর্যন্ত নন-স্টপ মিউজিক উপভোগ করা যাবে।

সোনি ডব্লুআই-সি১০০ হেডফোনের সঙ্গে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা সিরি'র মতো ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট যুক্ত করে নিলে হ্যান্ডস-ফ্রি কলের সুবিধা পাওয়া যাবে।

১৮ জুলাই থেকে ডব্লুআই-সি১০০ হেডফোন প্রারম্ভিক মূল্য ১৬৯৯ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে সকল সোনি রিটেল স্টোর্স (সোনি সেন্টার ও সোনি এক্সক্লুসিভ), www.ShopatSC.com পোর্টাল, মুখ্য ইলেক্ট্রনিক স্টোর্স ও অন্যান্য ই-কমার্স ওয়েবসাইট থেকে।

কেশ কিং এর অ্যান্টি-ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পুর ক্যাম্পেইনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর - আলি ফজল

কলকাতা: ইমামি আয়ুর্বেদিক অ্যান্টি-ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পুর ক্যাম্পেইনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন আলি ফজল। এর সাথে তিনি কেশ কিং ক্লাবে যোগদানকারী প্রথম পুরুষ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন। এর আগে জুহি চাওলা, শিল্পা শেঠি, সানিয়া মির্জা, শ্রুতি হাসান-এর মত মহিলা সেলিব্রিটিরা কেশ কিং-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ছিলেন। ইমামির এই কেশ কিং শ্যাম্পুটি সব ধরনের চুল এবং স্ক্যাল্পের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে মহিলাদের জন্য চুল পড়ার তুলনায় পুরুষদের চুলের যত্নের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল খুশকি। এছাড়াও, পুরুষরা তাদের খুশকির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাৎক্ষণিক সমাধান খোঁজে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারা প্রায়ই সঠিক প্রোডাক্টের সন্ধানে ব্র্যান্ড পরিবর্তন করে থাকে। এই কনজিউমার ইনসাইট ইন মার্কেটিং অ্যাকশন অনুবাদ করে, ইমামি একটি জনপ্রিয় পুরুষ মুখ তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা গ্রাহকদের ব্র্যান্ডের ব্যক্তিত্বের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করতে এবং আয়ুর্বেদিক সমাধান খুঁজতে সাহায্য করবে। আলী ফজলকে যুব সম্প্রদায়ের টিজি এবং ব্র্যান্ডের কাঙ্ক্ষিত চিত্রের সাথে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। কেশ কিং অ্যান্টি-ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু ৮০ মিলি, ২০০ মিলি, ৩৪০ মিলি এবং ৬০০ মিলি প্যাকে উপলব্ধ। এই শ্যাম্পুর দাম ৬৫ টাকা থেকে শুরু করে ৫৫০ টাকা পর্যন্ত।

অভিনেতা এবং কেশ কিং-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর আলি ফজল বলেছেন, "কেশ কিং একটি ভালো আয়ুর্বেদিক ব্র্যান্ড হিসাবে চুল এবং স্ক্যাল্পের কার্যকরী সমাধান প্রদানের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত। এই জাতীয় একটি বিশ্বস্ত প্রোডাক্টের সাথে যুক্ত হতে পেরে আমি খুবই গর্বিত।"

হাঁটু প্রতিস্থাপন একশো শতাংশ সফল রোবোটিক সার্জারি

শিলিগুড়ি: আর্থ্রাইটিসজনিত হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন এমন রোগীদের জন্য রোবোটিক সার্জারির সাহায্যে হাঁটু প্রতিস্থাপন কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। এটি আর্থ্রাইটিসের ব্যাথা থেকে দীর্ঘমেয়াদী মুক্তি দেয়। যেখানে প্রচলিত হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারিতে সাফল্যের হার প্রায় ৯০-৯৫%। সেখানে রোবোটিক সার্জারির সফলতা ১০০%।

রোবোটিক সার্জারির পরামর্শ তখনই দেওয়া হয় যখন এনএসএআইডিএস, ওজন হ্রাস এবং ব্যায়াম সহ জীবন শৈলী পরিবর্তন, ইন্ট্রা-আর্টিকুলার শট এবং শারীরিক থেরাপি ও হাঁটু বন্ধনীর মত রক্ষণশীল চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর কোন কাজ হয়না। তখনই টিকেআর আর্থ্রাইটিস রোগীর পরিত্রাতা হয়ে উঠতে পারে। প্রথাগত টিকেআর ইমপ্লান্ট ২০-২৫ বছর স্থায়ী হতে পারে। তবে ৬০ বছরের কম বয়সীদের জন্য ঐতিহ্যগত টিকেআর সুপারিশ করা কঠিন।

রোবোটিক সার্জারিতে সার্জেন অপারেশনের সময় রোবোটিক আর্মের সাহায্য নেয়। যাতে পার্শ্ববর্তী নরম টিস্যু গুলি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অস্ত্রোপচারের আগে রোগীর হাঁটুর একটি ৩ডি মডেল তৈরি করে সিটি স্ক্যান করা হয়। যাতে হাঁটু প্রতিস্থাপন সঠিকভাবে করা যায়। উল্লেখ্য, টিকেআর দিয়ে রোগীকে দুই সপ্তাহ পর স্বাভাবিক কাজকর্ম পুনরায় শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়।

নতুন ভি-মার্ট স্টোর এখন কলকাতায়

কলকাতা: ভারতের সবচেয়ে প্রশংসিত ফ্যাশন রিটেলার ভি-মার্ট ভারতের বৃহত্তম ফ্যাশন স্টোর খোলার মাধ্যমে কলকাতায় তার উপস্থিতি প্রসারিত করেছে। ৩৫,০০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত, নতুন স্টোরটি ফ্যাশন-সচেতন শহরবাসীর জন্য একটি ওয়ান-স্টপ শপ যা শুধুমাত্র ৯৯ টাকা থেকে শুরু হওয়া সাশ্রয়ী মূল্যের মানসম্পন্ন পোশাক অফার করে। কোম্পানির রিটেল স্টোরের সংখ্যা বর্তমানে ৪০০-তে দাঁড়িয়েছে।

স্টোরটিতে ফ্যাশনেবেল পুরুষ, মহিলা এবং শিশু সহ, বাড়ি, এফএমসিজি (কিরানা), লাইফস্টাইল এবং অন্যান্য লাগেজের বৃহত্তম ভাণ্ডার রয়েছে। এছাড়াও মহিলা গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে একটি এক্সক্লুসিভ শাড়ি বিভাগও চালু করা হয়েছে। কলকাতার আউটলেটের অভ্যন্তরীণ নকশা করা হয়েছে আধুনিক সৌন্দর্যের কথা মাথায় রেখে। স্টোরটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ক্রেতারা সহজেই নেভিগেশন করতে পারেন। তাছাড়া, স্টোরের আকর্ষণীয় পরিবেশ, আলো এবং ফিক্সচার গ্রাহকদের নতুন যুগের শপিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে। কোম্পানিটি কিছু বিশেষ লোভনীয় অফার নিয়ে এসেছে। উদ্বোধনী অফার হিসেবে, কোম্পানিটি ২,০০০ টাকার কেনাকাটায় ২,০০০ টাকার বিনামূল্যে কেনাকাটা অফার করছে।

ভি-মার্ট রিটেইল লিমিটেডের সিওও মিঃ বিনীত জৈন বলেছেন, "আমি নিশ্চিত যে আমাদের দ্রুত বর্ধনশীল রিটেল ফুটপ্রিন্ট আগামী মাসগুলিতে দেশে ফ্যাশনকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে।"

কেএফসি ইন্ডিয়ার অল-নিউ কেএফসি পপকর্ন নাচোস

শিলিগুড়ি: কেএফসি-র সিগনেচার ফ্লেভারফুল চিকেন পপকর্ন, ভিতরে নরম কিন্তু বাইরে ক্রিস্পি। কেএফসি ইন্ডিয়া নতুন কেএফসি পপকর্ন নাচোস নিয়ে এসেছে। ক্রিস্পি চিকেন পপকর্নের সাথে ডরিটোস নাচোসের স্বাদ এবং টেক্সচার একত্রিত করেছে। এটি নিঃসন্দেহে নাচোসের সাথে একটি সেরা সমন্বয়।

এটি দুটি সুস্বাদু সস - মসলা সালসা এবং চিজি জালাপেনো দিয়ে পরিবেশন করা হবে। কেএফসি ফ্যানদের জন্য এই নতুন অফারটি একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা ত্রিভুজাকার বাক্সে পরিবেশন করা হয়। এটি সমস্ত কেএফসি রেস্তোরাঁ

জুড়ে পাওয়া যায় এবং তারা এই প্রোডাক্টটি উপভোগ করার জন্য ডাইন-ইন, টেকওয়ে এবং ডেলিভারি অফার করে। প্রকৃতপক্ষে, যখন ডেলিভারির সময় অর্ডার করা হয়, তখন এটি একটি ডিআইওয়াই এলিমেন্টের সাথে আসে, যার অর্থ গ্রাহকরা তাদের কেএফসি পপকর্ন নাচোস কীভাবে উপভোগ করতে চান তা বেছে নিতে পারেন।

এটি কেএফসি-এর স্যানিটাইজেশন, স্ক্রীনিং, সামাজিক দূরত্ব এবং ভ্যাকসিন করা দলগুলির সাথে যোগাযোগহীন পরিষেবার মত ৫গুন সুরক্ষা প্রতিশ্রুতির সাথে আসে। নতুন পপকর্ন নাচোস এবং অন্যান্য কেএফসি-র খাবারগুলি সুবিধাজনক কেএফসি অ্যাপে অর্ডার করা যেতে পারে, যা গুগল প্লে এবং অ্যাপ স্টোরে পাওয়া যায়, সেইসাথে ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও অর্ডার করা যেতে পারে।

অ্যাপোলো হসপিটালসের পেডিয়াট্রিক অর্থো ক্লিনিক এখন কলকাতায়

কলকাতা: কলকাতায় চালু হল অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাই পরিচালিত 'পেডিয়াট্রিক অর্থো ক্লিনিক'। এই ক্লিনিকে শিশুদের অস্থিবিষয়ক যাবতীয় সমস্যার বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ক্লিনিকের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন অ্যাপোলো চিল্ড্রেন্স হসপিটালস চেন্নাইয়ের পেডিয়াট্রিক অর্থোপেডিসিয়ান ডাঃ আর শঙ্কর। তিনি ইউকে, আয়ারল্যান্ড ও ভারত-সহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এই ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার ফলে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষের অস্থিসংক্রান্ত সমস্যার চিকিৎসার ব্যাপারে খুবই সুবিধা হবে।

কলকাতায় চালু হওয়া পেডিয়াট্রিক অর্থো ক্লিনিকে শিশুদের যেসব সমস্যার ব্যাপারে চিকিৎসাগত পরামর্শ প্রদান করা হবে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে - বোন অ্যান্ড স্পাইন ডিসঅর্ডার, ক্লাবফুট, স্পাইন ডিসঅর্ডার, লিম্ব লেংথ ডিসঅর্ডার, ফ্র্যাকচার/ ট্রমা, বোন টিউমার ও ইনফেকশন। যেসব কমবয়সী রোগীদের উপরোক্ত সমস্যাবলী রয়েছে তাদের এই ক্লিনিক থেকে 'এক্সপার্ট অ্যাডভাইস' দেওয়া হবে, ফলে তাদের আর চেন্নাইয়ে যেতে হবে না।

কলকাতায় অ্যাপোলো হসপিটালস (চেন্নাই) রিজিওনাল অফিসে পেডিয়াট্রিক অর্থো ক্লিনিক খোলা থাকবে প্রতিমাসের তৃতীয় শনিবার। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ৮০১৭৩ ৬৩৬৩৬ বা ৬২৯২২ ৩৩৬৩৬ নম্বরে কল করতে হবে।

জেএসডব্লিউ সিমেন্ট শালবনিতে নতুন মা কালী মন্দির নির্মিত করেছে

শালবনি: ভারতের গ্রিন সিমেন্টের শীর্ষস্থানীয় প্রযোজক জেএসডব্লিউ সিমেন্ট পশ্চিমবঙ্গের শালবনির জেএসডব্লিউ অঙ্কুর টাউনশিপে নতুন মা কালী মন্দির নির্মাণ করেছে, যেটি ২০২২ সালের জুলাইয়ের প্রথম দিকে উদ্বোধন ও জনসাধারণের জন্য ওপেন করা হয়েছে। কোম্পানিটি পশ্চিমবঙ্গের ভক্তদেরকে মন্দিরটি উৎসর্গ করেছে। নতুন মন্দিরটি প্রাচীন বিশ্ব বিখ্যাত বিষ্ণুপুর স্থাপত্য শৈলী নিয়ে গঠিত। কলকাতা-ভিত্তিক আর্কিটেকচার ফার্ম, দুলাল মুখার্জি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এর মূল ধারণাটিকে বাস্তবে পরিণত করেছে। জেএসডব্লিউ সিমেন্টের সিএসআর খরচের মাধ্যমে নতুন মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছিল।

নতুন মা কালী মন্দিরের একটি পিরামিডের মতো রূপ রয়েছে যার চারটি দিক তিনটি ধাপ এবং তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি পাশের নিচতলায় তিনটি সর্বাঙ্গীণ খিলান রয়েছে, যার প্রথমটিতে দুটি এবং একটি একেবারে শীর্ষে রয়েছে। মন্দির স্থাপত্যে পাওয়া কলশের একটি শৈলীকৃত রূপ, একটি কাস্টেলেটেড স্টিলের অলঙ্কার দিয়ে চূড়াটিকে সাজানো হয়েছে। তাজমহলের মত, এটিতে কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর প্রতিফলিত অগভীর জলাশয় রয়েছে। কাঠামোটি স্থানীয় পোড়ামাটির টাইলস পরিহিত একটি উঁচু চত্বরের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে প্রবেশপথ রয়েছে। পবিত্র স্থানে পা রাখার আগে মন্দিরের প্রবেশদ্বারে আরেকটি জলাশয় রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ স্থানে একটি ছায়াময় পরিক্রমা আছে যা গর্ভগৃহকে ঘিরে রাখে। কালীঘাটের পটচিত্র এবং জগন্নাথের পাথরের মূর্তি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে মূর্তিটি ডিজাইন করা হয়েছিল। পাথরের মূর্তিটি বর্ধমানের কারিগরদের দ্বারা একটি জটিল শোলার কাজের তৈরি এবং এটি বিষ্ণুপুর সিল্ক থেকে তৈরি পটভূমিতে ঘেরা।

আসুস-এর রিফ্রেশড আরওজি ফ্লো এবং Zephyrus লাইনআপ

কলকাতা: আসুস ইন্ডিয়া, রিপাবলিক অফ গেমার্স (আরওজি) আরওজি Zephyrus Duo 16, Zephyrus G14, এবং ফ্লো X16 লঞ্চ করার পাশাপাশি Zephyrus G15, এবং ফ্লো X13-এর রিফ্রেশ এডিশনগুলির সাথে তার Zephyrus এবং ফ্লো লাইনআপকে শক্তিশালী করছে।

ল্যাপটপগুলিতে শক্তিশালী গেমিং পারফরম্যান্স প্রদানের জন্য AMD Ryzen 6000 সিরিজের মোবাইল প্রসেসর এবং একটি MUX সুইচ রয়েছে। Zephyrus ডুও 16 প্রোডাক্টের দাম ২৪৯,৯৯০ টাকা, Zephyrus G14 – ১৪৬,৯৯০ টাকা, এবং Zephyrus G15 – ১৫৭,৯৯০ টাকা থেকে শুরু এবং এগুলি অনলাইন এবং অফলাইনে বিক্রি হবে। ROG ফ্লো X16-এর দাম ১৭১,৯৯০ টাকা এবং ফ্লো X13 – ১২১,৯৯০ টাকা থেকে শুরু এবং এগুলিও অনলাইন এবং অফলাইনে পাওয়া যাবে। আসুস আরওজি #BeYouWithROG ক্যাম্পেইনও চালু করেছে, যা ব্যবহারকারীদের তাদের প্রামাণিক স্বভাবের প্রতি সত্য থাকার মাধ্যমে তাদের সৃজনশীল দিকটি খুঁজতে উৎসাহিত করে।

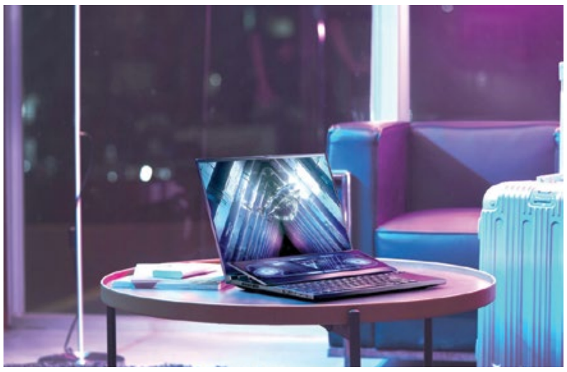

আর্নল্ড সু, বিজনেস হেড, কনজিউমার অ্যান্ড গেমিং পিসি, সিস্টেম বিজনেস গ্রুপ, আসুস ইন্ডিয়া, বলেছেন, "আসুস-এ, আমরা আমাদের গ্রাহকদের একটি সামগ্রিক গেমিং অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পেরে গর্বিত, আমরা আত্মবিশ্বাসী যে নতুন Zephyrus এবং ফ্লো লাইনআপগুলি অভিজ্ঞ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী উভয় গেমারদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন স্তরের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।"

আইসিআইসিআই প্রু লাইফের শক্তিশালী আর্থিক কর্মক্ষমতা

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কিউ১-এফওয়াই২৩ এর জন্য একটি শক্তিশালী আর্থিক কর্মক্ষমতা শেয়ার করেছে। কিউ১-এফওয়াই২৩ এর ভিএনবি বছরে ৩১.৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৭১ বিলিয়ন হয়েছে। ভিএনবি মার্জিন দাঁড়িয়েছে ৩১.০% যা এফওয়াই২২-তে ছিল ২৮.০%। বার্ষিক প্রিমিয়াম সমতুল্য বছরে ২৪.৭% বৃদ্ধি পেয়ে কিউ১-এফওয়াই২৩-তে ১৫.২০ বিলিয়ন হয়েছে। অ্যানুইটি এপিই বছরে ৬৯.০% বৃদ্ধি পেয়ে ০.৯৮ বিলিয়ন হয়েছে। প্রোটেকশন এপিই বছরে ২২.২% বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৩০ বিলিয়ন হয়েছে।

নতুন বিজনেস সাম অ্যাসুরড বছরে ২৪.৯% বৃদ্ধি পেয়ে ২.২১ ট্রিলিয়ন হয়েছে। কোম্পানির বাজারের শেয়ার, মোট নতুন ব্যবসায়িক সমমূল্যের উপর ভিত্তি করে, এফওয়াই২২-তে ১৩.৪% থেকে কিউ১-এফওয়াই২৩-এ ১৫.৮% বেড়েছে। ব্যবসার সঞ্চয় লাইনের জন্য ব্যয় অনুপাত কিউ১-এফওয়াই২৩-এ ১৬.৯% দাঁড়িয়েছে। ১৫০% নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার বিপরীতে সলভেন্সি অনুপাত ছিল ২০৩.৬%। আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের এমডি এবং সিইও মিঃ এন এস কান্নান বলেছেন, "রেগুলেটর দ্বারা অনুপ্রবেশ বাড়ানোর জন্য প্রবর্তিত পাথ-ব্রেকিং সংস্কারগুলি শিল্পের জন্য একটি টেকসই বৃদ্ধির সূচনা করবে।"

ফ্লিপকার্ট সমর্থ: প্রতিটি রাখীর পেছনে গল্পগাথা

কলকাতা: ভারতের মতো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যশালী দেশে রক্ষাবন্ধন উৎসব এক বিশেষ মাত্রা পেয়ে থাকে। ভাই-বোনের পারস্পরিক ভালবাসার স্বাক্ষর বহন করে শিল্পসুষমামন্ডিত হাতে তৈরি রাখী। এদেশে প্রতিটি রাখীর পেছনে থাকে মধুর সম্পর্কের অটুট গল্পগাথা। যেসব হস্তশিল্পী এইসব রাখী তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকেন তাদের শিল্পবোধ ও সংস্কৃতির স্পর্শ লেগে থাকে প্রত্যেকটি রাখীতে। তাদের রাখী স্থান পায় ই-কমার্স প্লাটফর্ম ফ্লিপকার্টে। বহু বিক্রেতা ও সংস্থা ফ্লিপকার্ট সমর্থ-এর সহযোগিতায় তাদের অনলাইন ব্যবসা বাড়িয়ে চলেছেন এই ই-কমার্স প্লাটফর্মের মাধ্যমে।

একটি দেশীয় ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস হিসেবে ফ্লিপকার্ট এমএসএমই-গুলিকে নানাভাবে সাহায্য করে চলেছে, যেমন 'রেগুলার অপারেশনাল সাপোর্ট', 'কনজিউমার ইনসাইটস' ও 'কনস্ট্যান্ট বিজনেস কাউন্সেলিং'। এসবের মাধ্যমে ফ্লিপকার্ট তাদের অনলাইন ব্যবসা পরিচালনার কাজকে সহজতর করতে সাহায্য করছে। এমএসএমই-গুলিও তাদের ব্র্যান্ড প্রোমোশন করতে, ব্যবসাবৃদ্ধি করতে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে। এভাবে ফ্লিপকার্টের প্রচেষ্টায় সমাজের সার্বিক উন্নতি ঘটছে, বিক্রেতাদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি হচ্ছে ও তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের হার বেড়েই চলেছে।

নতুন টাটা প্লে স্টোর এখন আলিপুরদুয়ারে

আলিপুরদুয়ার: ভারতের অন্যতম প্রধান কনটেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যাটফর্ম টাটা প্লে (যা টাটা স্কাই নামে পরিচিত) পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে তার এক্সক্লুসিভ জিঙ্গালালা স্টোর ওপেন করার কথা ঘোষণা করেছে। এটি পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ এবং ভারতে ২৯তম স্টোর। নতুন স্টোরটি গ্রাহকদের টাটা প্লে ডিটিএইচ, টাটা প্লে বিঞ্জ+ অ্যান্ড্রয়েড এনাবেলড সেট-টপ এবং টাটা প্লে বিঞ্জ ফায়ার টিভি স্টিক সহ টাটা প্লে-এর প্রোডাক্ট ও পরিষেবাগুলির সাথে উন্নত অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

ব্র্যান্ডটি সম্প্রতি টাটা প্লে বিঞ্জ কম্বো প্যাক নিয়ে আসার কথাও ঘোষণা করেছে যা একটি ইনটিগ্রেটেড প্যাকে সেরা ব্রডকাস্ট চ্যানেল এবং ওটিটি অ্যাপ সরবরাহ করবে। টাটা প্লে নেটফ্লিক্স কম্বো প্যাকগুলিও চালু করা হয়েছে যা গ্রাহকদের ব্রডকাস্ট চ্যানেলগুলির সাথে নেটফ্লিক্স ব্যবহার করারও সুযোগ দেয়। ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকানাধীন এবং পরিচালিত, এই স্টোরটিতে রয়েছেন প্রশিক্ষিত কর্মী যারা প্রোডাক্টের ডেমো, প্রাইওরিটি ইনস্টলেশন, কোয়্যারি রেজোলিউশন এবং অন্যান্য বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সহ গ্রাহকদের ব্যক্তিগতকৃত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করবে।

টাটা প্লে-এর চিফ সেলস অফিসার নিল সুয়ারেস বলেছেন, "স্টোরটি বাজারে টাটা প্লে-এর দৃশ্যমানতা বাড়িয়ে তুলবে এবং 'টাচ অ্যান্ড ফিল' ফ্যাক্টর অফার করবে যা ভারতীয় গ্রাহকদের ক্রয় প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে কাজ করবে।"

অনবদ্য স্টাইলের এসইউভি মারুতি সুজুকি গ্র্যান্ড ভিতারা

শিলিগুড়ি: গ্র্যান্ড ভিতারা - নেক্সা'র সপ্তম বার্ষিকীতে মারুতি সুজুকি নিয়ে এসেছে তাদের এই গেমচেঞ্জার এসইউভি। মারুতি সুজুকির আশা, নেক্সার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে গ্র্যান্ড ভিতারা ভারতের এসইউভি বাজারে আলোড়ন তুলবে। নেক্সা পোর্টফোলিওতে গ্র্যান্ড ভিতারা এক নতুন সংযোজন, যা নেক্সা'র গ্রাহকদের খুশি করবে। এর ডিজাইন ফিলসফিতে রয়েছে: নেক্সপ্রেশন, নেক্সটেক ও নেক্সপিরিয়েন্স। গ্রান্ড ভিতারা পাওয়া যাবে ছয়টি মোনোটোন কলার ও তিনটি ডুয়াল-টোন কলারে।

কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে, নেক্সা'র সিগনেচার ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ 'ক্র্যাফটেড ফিউচারিজম' অনুসারে প্রিমিয়াম এসইউভি গ্র্যান্ড ভিতারায় রাখা হয়েছে আকর্ষণীয় এক্সটেরিয়র ডিজাইন, সফিস্টিকেটেড ইন্টেরিয়র, সেগমেন্ট-লিডিং ফিচার্স এবং হাইব্রিড পাওয়ারট্রেনস চালিত নতুন ধরণের জ্বালানি সাশ্রয়ী ব্যবস্থা।

গ্র্যান্ড ভিতারার উন্মোচনের মধ্য দিয়ে এমন এক এসইউভি আনা হয়েছে যাতে সুজুকির সেরা ডিজাইন, টেকনোলজি ও পারফর্ম্যান্সের সমন্বয় ঘটেছে। একথা জানিয়ে মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও, হিতাশি তাকেয়ুচি বলেন, এই ভেহিকেলে ইলেক্ট্রিক হাইব্রিড সিস্টেম থাকায় আগামীদিনের জন্য এক ক্লিনার, গ্রীনার, সাসটেইনেবল ও কার্বন-নিউট্রাল বিশ্বের দিগন্তে আলোকপাত ঘটলো।

ভিট পিওর - ভিটের নতুন হেয়ার রিমুভাল ক্রিম

কলকাতা: ডেপিলেটরি প্রোডাক্টের গ্লোবাল লিডার ভিট অল-নিউ হেয়ার রিমুভাল ক্রিম - ভিট পিওর লঞ্চ করেছে, যা ডার্মাটোলজিক্যালি পরীক্ষিত। ভিটের লক্ষ্য হল গ্রাহকদের হেয়ার রিমুভালের অভিজ্ঞতা উন্নত করা। এতে রয়েছে শসা, অ্যালোভেরা এবং গ্রেপসিড অয়েলের প্রাকৃতিক নির্যাস, যা ঘরে বসে হেয়ার রিমুভালের জন্য একটি উচ্চতর, কার্যকরী এবং পেইন ফ্রি সমাধান প্রদান করে।

ভিট সেই অপ্রীতিকর গন্ধকেও দূর করেছে যার সম্মুখীন হয়েছে হেয়ার রিমুভাল ক্রিমের ব্যাবহারকারীরা, এবং তাজা সুগন্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী মসৃণ, ময়শ্চারাইজড স্কিনের সাহায্যে তাদের সংবেদনশীল অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। ভিট পিওর ভারতীয় মহিলাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী তৈরি এবং পরীক্ষা করা হয়েছে। ৯৩% ভারতীয় মহিলা হেয়ার রিমুভালের এই নতুন রেঞ্জটি পছন্দ করেছেন। সারা আলি খান সমন্বিত নতুন ক্যাম্পেইন ফিল্মটিতে ভিট পিওর-কে হেয়ার রিমুভালের ক্ষেত্রে 'নেক্সট বিগ থিং' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা মহিলাদের তাদের স্কিন টোন, জাতি, হেয়ার টাইপ এবং স্টাইল নির্বিশেষে উদযাপন করেছে। নতুন ভিট পিওর হেয়ার রিমুভাল ক্রিম ৩টি ভেরিয়েন্টে আসে – স্বাভাবিক স্কিনের জন্য শসা, সেনসিটিভ স্কিনের জন্য অ্যালোভেরা এবং ড্রাই স্কিনের জন্য গ্রেপসিড অয়েল। বাজারে বিদ্যমান ভেরিয়েন্টগুলিকে এই নতুন রেঞ্জের সাথে একই দামে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে, তিনটি নতুন ভেরিয়েন্টের প্রতিটি ৩০গ্রাম, ৫০গ্রাম এবং ১০০গ্রাম প্যাকে উপলব্ধ।

হাভাস গ্রুপ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এবং চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার ববি পাওয়ার বলেছেন, "ব্র্যান্ডের চারপাশে সচেতনতা তৈরি করার জন্য সারা আলি খানের মতো একজন জনপ্রিয় মুখ এই বার্তাটি দিচ্ছেন, যা এই বার্তাটিকে আরও অর্থবহ এবং আকর্ষণীয় করে তোলে।"

প্রথম পাতার পর

পদ থেকে অপসারিত পার্থ চট্টোপাধ্যায়

শুধু টালিগঞ্জই নয় ২৭ জুলাই বেলঘরিয়ার রথতলায় অর্পিতার আরও একটি ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকাসহ সম্পত্তির হদিশ পায় ইডি। এই ফ্ল্যাটে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ এতটাই যে টাকা গোনার জন্য চারটি মেশিন আনা হয়। এরপর ২৭ জুলাই সারারাত চলে টাকা গোনা। ২৮ জুলাই ভোর চারটে নাগাদ এই নোট গণনার কাজ শেষ হয়। গণনা শেষে ভোররাতে অর্পিতার এই বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায়- ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ্য নগদ, ৪ কোটি ৩১ লক্ষ্য টাকার সোনার বাট ও গহনা, বেশ কিছু সম্পত্তির দলিল ও নথিপত্র, প্রচুর রূপোর কয়েন ও বাতিল নোট। এই উদ্ধার করা টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য এদিন রাতেই এসবিআই-র ট্রাকে করে ২০টি ট্রাঙ্ক নিয়ে আসা হয়। ঠিক টালিগঞ্জের পুনরাবৃত্তি। ২৮জুলাই এই টাকা বোঝাই ট্রাঙ্ক গুলি ট্রাকে করে কলকাতায় এসবিআই-র হেড অফিস সমৃদ্ধি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইডি সূত্রের খবর জেরায় অর্পিতা জানিয়েছেন, পার্থ তার বাড়িকে মিনি ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতেন। তিনি আরও জানান, টালিগঞ্জের যে গুপ্তধন রাখা ছিল সেখানে শুধু পার্থ ও তাঁর নিযুক্ত লোকেরাই ঢুকতেন। প্রতি সপ্তাহে না হলেও দশদিন অন্তর একবার সেখানে যেতেন শিল্পমন্ত্রী। জেরায় জানা গিয়েছে, শুধু অর্পিতা নন পার্থর আরেক বান্ধবীর বাড়িতেও মিনি ব্যাঙ্ক আছে। যদিও সেই বান্ধবীর পরিচয় খোলসা করেনি ইডি। এদিকে টালিগঞ্জ ও বেহালার পর ২৮ জুলাই চিনার পার্কে নোয়া পাড়ার পূর্ব পাড়ায় অর্পিতার আরও একটি ফ্ল্যাটে হানা দেয় ইডি। আবাসন সূত্রে জানা গেছে, ২০১৭ সালে একবারই কালো রঙয়ের মার্সিডিজ করে অর্পিতা এই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন।

জানা গেছে, নাকতলা উদয়ন সংঘের পুজোয় থিম মডেল হিসেবে কাজ করার সুবাদে অভিনেত্রী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ইডি এখন অর্পিতার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তের জাল গোটাতে চাইছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে অর্পিতার পাশাপাশি মোনালিসা দাস নামে পার্থর আরএক ঘনিষ্ঠের নাম ২৩ জুলাই রাতরাতি খবরের শিরোনামে চলে এসেছে। মোনালিসার ব্যাপারে ইডি খোঁজখবর শুরু করেছে। কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোনালিসার ব্যাপারে ইডি খোঁজখবর শুরু করেছে। ইনি থাকেন আসানসোলে। শান্তিনিকেতনে পার্থর কয়েকটি বাড়ি রয়েছে বলে ইডি জানতে পেরেছে। ঐ বাড়ি দেখভালের দায়িত্বে আছেন মোনালিসা।

চ্যাম্পিয়ন অনুমিতা

খড়গপুরে আয়োজিত এলআইসি-র জোনাল টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির অনুমিতা তরফদার। ১৯ জুলাই মহিলাদের সিঙ্গলসে ফাইনালে তিনি ৪-১ গেমে হাওড়ার চন্দ্রানী দে-কে হারিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন সন্দীপ-কুণাল

বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার পরিচালনায় বেঙ্গল স্টেট মাস্টার্স স্টেজ থ্রি প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন সন্দীপ চক্রবর্তী-কুণাল বসু। ১৭ জুলাই ওয়াইএমএ-তে ফাইনালে তাঁরা হারিয়েছেন প্রশান্ত সেন - অরিন্দম ঘোষকে। এছাড়াও সিঙ্গলসের বিভিন্ন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে অরিন্দম ও সৌমেন মালাকার (৩১ উর্ধ্ব), কুণাল ও ভাস্কর কর (৪৯ উর্ধ্ব) এবং বিমল গুরুং ও সন্দীপ (৫৯ উর্ধ্ব)।

কাজলকে ওয়াকওভার

ইসলামপুর মিলনপল্লি ইলেভেন স্টারের সুপ্রকাশ মহন্ত ও চুন্ডা মাডি ট্রফির নকআউট ফুটবলে ১৮ জুলাই সইদাবাদ চা বাগান না আসায় কাজল সানতাল বয়েজকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার খেলবে ইসলামপুর পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট ও বাগডোগরা এফসি।

মহিলা ক্রীড়া সংস্থার কমিটি

দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার দুই বছরের কমিটি গঠিত হল ১৭ জুলাই। ২৫ জনের কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে কার্যনির্বাহী সভাপতি হয়েছেন পরিতোষ চক্রবর্তী, সহসভাপতি পরিতোষ ভৌমিক, তাপসী পাল ও পরিমল সরকার। সচিব পদে রয়েছেন মিনতি সেন, যুগ্মসচিব মনামি মিত্রসান্যাল ও মঞ্জুশ্রী নন্দা এবং কোষাধ্যক্ষ অমল আচার্য।

কমিটি তরফে জানানো হয়েছে আগামী ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় মহিলাদের রাজ্য কাবাডি হবে। কাঁচরাপাড়ায় ১১ থেকে ১৩ নভেম্বর হবে মহিলাদের রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিট।

সিএবি ক্যাম্পে শিলিগুড়ির করণ

১২ জন শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় অনূর্ধ্ব-১৬ সিএবি ট্রায়ালে গিয়েছিল। দুই দফায় ইডেন গার্ডেন্সের ইন্ডোরে ট্রায়ালের পর একমাত্র করণ গুপ্তা সিএবি ক্যাম্পে জায়গা করে নিল। পেসার অলরাউন্ডার করণকে গত বছর শিলিগুড়ি প্রথম ডিভিশন লিগে ভিবজিয়োরের হয়ে খেলতে দেখা গিয়েছে। প্রশিক্ষণ নেয় পিসিওই ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা।

বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রায়ালে সুযোগ পেল নিহার

শিলিগুড়ি: জাতীয় পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা হয়ে বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রায়ালে সুযোগ করে নিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন শিলিগুড়ির নিহার। গত ২১শে জুলাই থেকে ২৪শে জুলাই পর্যন্ত বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপের ৭৫ কেজি বিভাগের "PRO INDIA LEAGUE" সোনা জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ির ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ছেলে নীহার রঞ্জন ঘোষ।

২৫ জুলাই অনেক রাত পর্যন্ত ফাইনাল চলার পর ফোনে জানান রাজ্যের সেরা হয়ে খুব খুশি। এবার আগামী অক্টোবর মাসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রায়ালের এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। নীহার বাবু আরও জানান ফাইনালে ৪২ জন উঠেছিল সেখান থেকে সোনা পাওয়ার দারুণ অনুভূতি।

গুরুত্ব হারাচ্ছে ১৩১ বছর পুরোনো ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ

কলকাতা: ১৩১ বছরের পুরোনো ডুরান্ড কাপের জন্য কলকাতা লিগে খেলা নিয়ে টালবাহানা করেছে চলেছে মোহনবাগান। তবে এই সেই ডুরান্ড কাপকেই আইএসএলের বাকি ক্লাবগুলি তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং এক এসডিএল আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, আইএসএলের সব দলের জন্য ডুরান্ড কাপ খেলা বাধ্যতামূলক। এই টুর্নামেন্টই হবে মরশুমের কার্টেন রেইজার টুনামেন্ট। এক মাস ধরে এই টুর্নামেন্ট চলবে বলে ঠিক হয়। যেখানে আইএসএলের ১১ দলের সঙ্গে আই লিগের প্রথম পাঁচ দলও অংশ নেবে।

ডুরান্ড কাপ সামরিক বাহিনীর টুর্নামেন্ট তাই এখানে খেলার সময় থাকা খাওয়ার খরচ ক্লাবগুলিকে নিজেদেরই বহন করতে হয়। এফএসডিএলের নির্দেশ না মেনে উপায় নেই বলে বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ দলই তাদের প্রথম দল পাঠাচ্ছে না ডুরান্ডে। গতবার ডুরান্ডে খেলতে এসেই বড় চোট পেয়ে যান জর্জে ওটিজ। যার জেরে আইএসএলের প্রথমদিকের ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। এরকম সমস্যা এড়াতে এইএসএল-এর কেরালা ব্লাস্টার্স, চেন্নাইয়ান এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, এফসি গোয়া সম্ভবত তাদের রিজার্ভ দলই পাঠাবে। আই লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছাড়া বাকি দলগুলি কতটা তৈরি তা এখনও পরিষ্কার নয়। ফলে বলা যেতে পারে ১৩১ বছরের পুরোনো এই টুর্নামেন্টের বর্তমান সময়ে বিশেষ গুরুত্ব নেই।

যোগাসনে প্রথম রামকুমার, চুমকি

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ আদর্শ যোগা অ্যাকাডেমির পূর্ব ভারত যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে ২৩ জুলাই মাটিগাড়ার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে পুরুষদের ৫০ উর্ধ্ব বিভাগে প্রথম হলেন রামকুমার মণ্ডল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে গোবিন্দচন্দ্র সরকার ও ওমপ্রকাশ শর্মা।

মহিলাদের ৫০ উর্ধ্ব বিভাগে প্রথম চুমকি মণ্ডল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে ছন্দা সাহা এবং মৌসুমী বিশ্বাস ও মাধবী সাহা। ছেলেদের অন্যান্য বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে সৌরজিৎ রায়, রাজকুমার মাহাতো ও সুরজিৎ রায় (২২-৫০ বছর বিভাগ) এবং শুভ বর্মন, রাজদীপ্ত দাস ও সোহম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬-২২ বছর বিভাগ)। মেয়েদের অন্যান্য বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে অঞ্জলি সিং, প্রিয়া ঘোষ ও স্বীকৃতি সোনার (২২-৫০ বছর বিভাগ) এবং অঙ্কিতা চৌধুরী, অর্চনা মল্লিক ও হৈমন্তী রায় (১৬-২২ বছর বিভাগ)।

কমনওয়েলথ গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটের অভিষেক ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দিয়ে

বার্মিংহ্যাম: কমনওয়েলথ গেমসে মেয়েদের ক্রিকেটের অভিষেক হল বিশ্ব ক্রিকেটের দুই শক্তিশালী দেশের ম্যাচ দিয়ে। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি ভারত-অস্ট্রেলিয়া। দুই দলই সোনার পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার।

গ্রুপ এ-তে ভারতের সঙ্গে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, বার্বাডোজ এবং পাকিস্তান। ভারতীয় দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর চাইছেন শুরুটা ভালো হোক। একই প্রত্যাশা অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মেগ ল্যানিংয়েরও। খাতায় কলমে দু দলই সমান শক্তিশালী হলেও অনেকে মনে করছেন অভিজ্ঞতায় কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

এদিকে ভারতের লক্ষ্য জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করা। এই ঐতিহাসিক ম্যাচের আগে ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর বলছেন, 'প্রথম বার কোনও মাল্টি ইভেন্টের প্রতিযোগিতায় নামছি। আমাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। এখানে প্রতিটি ম্যাচই জেতা গুরুত্বপূর্ণ। তবে তার জন্য শুরুটা ভালো হওয়া আরও বেশি প্রয়োজন। প্রথম ম্যাচ জিতলে বাকি ম্যাচগুলির জন্য বাড়তি আত্মবিশ্বাস পাওয়া যায়। পাকিস্তান, বার্বাডো জম্যাচটাও সমান গুরুত্ব পাবে আমাদের কাছে। তবে প্রতিটা ম্যাচ ধরে এগোতে চাই।'

অন্য দিকে অস্ট্রেলিয়াও এই ম্যাচের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলিং অলরাউন্ডার তাহিলা ম্যাকগ্রা বলেন, 'টি ২০ ফরম্যাটে কাউকে এগিয়ে পিছিয়ে রাখা যায় না। কঠিন একটা প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। আর শুরুতেই ভারতের বিরুদ্ধে নামা আরও বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আমরাও প্রস্তুত।'

পিছিয়ে যাচ্ছে মরসুমের প্রথম ইস্ট-মোহন ডার্বি

কলকাতা: আগামী ১৬ অগাস্ট ডুরান্ড কাপে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ইস্টবেঙ্গল-এটিকে মোহনবাগানের। তবে সূত্রের খবর, মরসুমের প্রথম ডার্বি ১৬ অগাস্টের পরিবর্তে ২৮ অগাস্ট হতে। যদিও অফিসিয়াল ভাবে ডুরান্ড কমিটি থেকে কোনও সিদ্ধান্ত এখনো জানানো হয়নি। এশিয়ার প্রাচীনতম টুর্নামেন্টে বাঙ্গালীদের এই আবেগের দিন যে পিছিয়ে যাচ্ছেই, একথা বলাই যায়।

ইস্টবেঙ্গলের দল তৈরির প্রক্রিয়া এখনও চলছে। অন্যদিকে লাল-হলুদ ব্রিগেড শুরুই করতে পারেনি তাদের অনুশীলন। এই পরিস্থিতিতে এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তাদের মাঠে নামা কার্যত কঠিন হয়ে পড়বে। মেরুন-সবুজ ব্রিগেড ৩১ অগাস্টের পর ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলতে পারবে না বলেই জানা গিয়েছে। ৭ সেপ্টেম্বর এটিকে মোহনবাগানের এএফসি কাপের আন্তঃআঞ্চলিক সেমিফাইনাল খেলবে। মোহনবাগান এটা চাইবে না যে, এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে তাঁর ফুটবলাররা চোট পাক। এই জোড়া ইস্যুর কথা মাথায় রেখে শুধু ডার্বিই নয়, কলকাতার দুই প্রধান ক্লাবেরও গ্রুপ পর্বের অন্য ম্যাচগুলির তারিখ বদলাতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কলকাতা ছাড়াও এবার ডুরান্ডের ম্যাচ হবে গুয়াহাটি আর ইম্ফলেও। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হবে উদ্বোধনী ম্যাচ আর ফাইনাল। কলকাতার কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম ও নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামেও পেয়েছে ডুরান্ডের ম্যাচ। যুবভারতীতে হবে ডুরান্ড কাপের ১০টি ম্যাচ। ১৬ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান বড় ম্যাচ দিয়ে যার আনুষ্ঠানিক সূচনা হওয়ার কথা রয়েছে।

চেন্নাইয়ে শুরু দাবা অলিম্পিয়াড, উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

মামল্লাপুর: ২৮ জুলাই তামিলনাড়ুর মহাবলিপুরমে ৪৪তম দাবা অলিম্পিয়াডের শুভ উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন, কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর প্রমুখ। নেহরু ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর হাতে চেস অলিম্পিয়াডের মশাল উদ্বোধনের ঠিক আগে তুলে দেন প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ।

টুর্নামেন্টটি চলবে আগামী ১০ আগস্ট পর্যন্ত। ২০২০ সালের আগস্টেই এই টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা ছিল। করোনার কারণে এই প্রতিযোগিতা দুবছর পিছিয়ে ২০২২এর আগস্টে করা হচ্ছে। মামল্লাপুরমের পিঞ্জেরি গ্রামে হচ্ছে চেস অলিম্পিয়াড। এদিন চারটি জেলায় স্কুল, কলেজ ও জরুরি পরিষেবা ব্যতীত সব সরকারি অনুষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করেছিল তামিলনাড়ু সরকার। জানাগেছে, এবারের দাবা অলিম্পিয়াডে ওপেন বিভাগে ১৮৮ এবং মহিলা বিভাগে ১৬২ জন দাবাড়ু খেলবেন।

অন্যদিকে এই দাবা অলিম্পিয়াড থেকে নাম তুলে নিয়েছে পাকিস্তান। এই অলিম্পিয়াডের মশাল জম্মু-কাশ্মীর দিয়ে যাওয়ার কারণে রাজনীতিকরণের অভিযোগ দিয়ে এই টুর্নামেন্ট থেকে হঠাৎ করেই নাম তুলে নিয়েছে তারা। হঠাৎ করে পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেছে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক। পাকিস্তান দল ভারতে পৌঁছানোর পর হঠাৎ কী করে এই সিদ্ধান্ত নিল তা নিয়ে ভারত প্রশ্ন তুলেছে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর দিয়ে মশাল নিয়ে গিয়ে ভারত দাবা অলিম্পিয়াডে রাজনীতিকরণ করছে। ইসলামাবাদ থেকে জারি করা এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কাশ্মীর দিয়ে এই মশাল নিয়ে যাওয়া ইচ্ছাকৃত। তারা ভারতকে উপত্যকার রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে বলেছে। এবিষয়ে ভারতীয় মন্ত্রক একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নিতে আয়োজক দেশে পৌঁছেও তারা নাম তুলে নিয়েছে। ভারতীয় মন্ত্রক জানিয়েছে পাকিস্তান একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের রাজনীতিকরণ করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, তামিলনাড়ুর সঙ্গে দাবার ইতিহাসের এক শক্তিশালী যোগাযোগ রয়েছে। এখান থেকে অনেক গ্র্যান্ডমাস্টার উঠে এসেছেন। দাবার সবচেয়ে ঐতিহ্যশালী প্রতিযোগিতাটি ভারতের তামিলনাড়ুতেই হচ্ছে। টোকিও অলিম্পিকে দেশের সাফল্যের উদাহরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এখন অনেকেই খেলাধুলোকে পেশা হিসেবেও বেছে নিতে আগ্রহী হচ্ছেন। তারুণ্যের অফুরান প্রাণশক্তির সঙ্গে সরকার যথোপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির ফলেই যে সাফল্য আসছে সে কথা উল্লেখ করেছেন মোদী। তিনি বলেন, প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদরা ছোট শহর থেকেও সাফল্য লাভের মাধ্যমে দেশকে গৌরবান্বিত করছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96